বিজ্ঞাপন।

অধুনা সচরাচর যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হই-
তেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমিও সাহস পূর্ব্বক
এই প্রস্তাবং বর্ণার্থ প্রকাশ মুদ্রিত করিলাম। ই-
হাতে প্রতি বর্ণার্থ স্থলেই পরমার্থ বিষয় প্রকা-
শিত হইয়াছে। সহসা অধ্যয়ন করিলে যদিও
সুকঠিন বোধ হয় তথাপি মনঃসংযোগ করিয়া প-
র্য্যালোচনা করিলেই সেই পারমার্থিক মাধুর্য্য অ-
নুভূত হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে সকল
শব্দ এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার আশু
বোধ সৌকর্য্যার্থ তৎ সমস্ত শব্দেরই অভিধান
সঙ্কলিত করিয়া পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত হইল।
এক্ষণে আপামর সাধারণে ইহার এক এক খানি
পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান
করিব; অলমতিবিস্তরেণ।

তাং ১৫ শ্রাবণ
অব্দ ১২৭২।

শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষাল।

অন্দা অদ্ভুত অতিদান অবয়ব সব।
অন্টে পৃষ্ঠে অস্ত্রবা অস্থদ্ধারা অঙ্গ শব॥
অভিষিক্ত হৈয়া অগতি অধম লাগি।
অবহনন অবশেষেতে অঘ ভোগি॥
অপীবা অপরূপ উত্তমর্ণ খ্রীষ্ট গো।
অস্থক মাথা অংহ্রি অহ অন্তে পাই গো॥

আ, (স্ত্রী.) আকার; দ্বিতীয় স্বরবর্ণ।

আমার আদ্দাশ যেশু কর হে আস্তিক।
আগস্ আকরে আকার অঘ আত্যন্তিক॥
আদিম আদম আগস্ আনিল আগে।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যন্ত ঐ ভোগে॥
আঁখি আঁধার হইল আস্বার আক্রোশ।
আরাতি আশীবিষের আশাও সন্তোষ॥
আগুনের আতসেতে আজ আর্ত্তনাদ।
আশু শুক্ষণি আসিদ্ধ অনন্ত প্রমাদ॥
আশু ধর যেশু আত্মা আভীল মোচন।
আহুতি আদ্যন্ত যেশু আস্যে আঘোষণ॥
আত্বিজ্য খ্রীষ্টই পিতার প্রতিম মূর্ত্তি।
আপনি আহুতি দিলেন আত্মা আকৃতি॥

আস্থা কর আস্তিক হৈয়া আত্মজগণ।
আরাম স্বর্গারাম পাইবে আমোদন॥
আশীর্ব্বাদ কেবল ও আক্ষেপ মোচন।
আশ্রয়ে আশ্রিত রবে খ্রীষ্ট আলোকন॥

ই, (পুং) ইকার; তৃতীয় স্বরবর্ণ; খেদ; মনস্তাপ।
ইকারে [illegible] ইকার।
ই ঘুচাই ইদানীং ইঙ্গিকা ইকার॥
ইহলোকে ইন্দ্রিয় বা ইতস্ততঃ ভ্রমি।
ইষ্ প্রভু ইষ্টু ইদং ইন যেশু তুমি॥
ইজ্যা দিয়া ইজ্যাশীল ইচ্ছায় হইলা।
ইষ্টি কৈলা ইষ্টিতে প্রাণ ইজ্যা করিলা॥

ঈ, (স্ত্রী.) ঈকার; চতুর্থ স্বরবর্ণ; কন্দর্প।
ঈক্ষণে ঈশ্বর যেশু খ্রীষ্ট ক্রুশাসন।
ঈশ্বরাত্মা ঈষৎ মনে ঈপ্সিত পূরণ॥
ঈড্য ঈশ্বর আপনি ঈড়া সবে কর।
ঈক্ষক ঈষৎ ঈক্ষণ কর ঈশ বর॥

উ, (পুং) উকার; পঞ্চম স্বরবর্ণ; মহাদেব; রোষোক্তি
উল্লঙ্ঘনেতে উপদেষ্টার উপদেশ।
উদাহরণ দেখ উচ্ছন্ন যিহুদীয় দেশ॥

উদার উচ্চমনা উদারাখ্যা উরণ ।
উদধি মেখলাতে উর্ব্বীশ্বর উবন ॥
উধার শোধি উত্তোলক উর্দ্ধে উদয়ন ।
উড়ুপথে মহান উষ্ণাংশু উদ্দীপন ॥
উদৈদ্যঘুষ্ট যেশুখ্রীষ্ট নাম উদীরণ ।
উৎস উদ্ধারের উদ সদা উৎস্রবদন ॥
উদন্যা উৎপাদক উৎপাদিকা উভয় ।
উদকদান যেশুর উপান্তে অভয় ॥
উরণের উদ নহে উরণ উদার ।
উর্দ্ধমুখে উজগনে পান কর তাঁর ॥
উরশ্ছদ ঐ উশী খ্রীষ্ট উদারাখ্যা তাঁর ।
উত্রাস জাবে উত্তরাধিকারী তাঁহার ॥
উদ্গীত উচ্চৈঃশব্দে উজ্জৃম্ভ উপজাত ।
উদরান্ত নাহি তথা যেশুই উদ্যোত ॥
উত্তরকালার্থে উত্তরসাধক উনি ।
উপায় চাও যদি উপসন্ন এখনি ॥
উক্ত তাঁর উক্তি উপেক্ষাকারী উর্ব্বীর ।
উহারা উপাসক উদ উষর্ব্বুধ বীর ॥
উগ্রচণ্ডা উগ্রশেখরা উমা পতির ।
উমাসুত উরুগায় ও উমা দেবীর ॥

উচ্চদেব উর্ব্বশী উরগ উড়ুপতি।
উষ্ণাংশুকে নানা উপচার দিয়া স্তুতি॥
উপাসনার ফল উদর্চ্চিরঃ উত্তাপ।
উপায় হীন উপতপ্ত নরকে শাপ॥

ঊ, (পুং) ঊকার; ষষ্ঠ স্বরবর্ণ; চন্দ্র।
ঊর্দ্ধস্থ পিতার উৎসঙ্গে ঊর্দ্ধলোকে বাস।
ঊররি তব ঊর্দ্ধে লহ এ ঊন দাস॥
ঊনবুক উরণ আমি ঊজ্জস্বল অরি।
ঊজ্জস্বী কর ঊর্দ্ধের ঊর্জ্জতব ঊরী॥

ঋ, (স্ত্রী.) ঋকার; সপ্তম স্বরবর্ণ; অদিতি।
ঋজু ঋণমৎকুণ বাঁচাও ঋণ দায়।
ঋণময় যেশু ঋতে মোর বপু জায়॥
ঋত্বিক খ্রীষ্ট ও ঋণ মার্গণ আপনি।
ঋত জানি ঋক্য প্রভু গো কর অঋণি॥
ঋভুক্ষার বাধক বৈরি ঋক্ষের ঋষ্টি।
ঋক্ষ ন্যায় ঋক্ষ প্রায় লৈয়া তীক্ষ্ণঋষ্টি॥
ঋণমুক্তি দিলা ঋণদাতা ক্রুশোপরি।
ঋণশোধ কৈলা রক্তমাংসে কালবরি॥

ঋ, (স্ত্রী) ঋকার ; অষ্টম স্বরবর্ণ।

ঋকার নাম ঋভুক্ষা ঋকারের স্বর।
ঋকার বাসি হে যেশু ঋকার উপর॥

ঌ, (স্ত্রী) ঌকার ; নবম স্বরবর্ণ। বেদ।

ঌকারবেদ ঌকার স্রষ্টা ঈশ্বর।
ঌকার পাঠে বুঝেনা যেশুর ঌকার॥

ৡ, (স্ত্রী) ৡকার ; দশমস্বরবর্ণ। দেবের মাতা।

ৡকার তনয় ৡকার মাতা ৡকার।
ৡকার স্বরূপা ৡ পদতলে তাঁহার॥

এ, (বিং) একার ; একাদশস্বরবর্ণ ; এই ; নিকটবর্ত্তী।

একতম একই একপদী শ্রী যেশু।
একচিত্তে এক গুরুর এতর্হি আশু॥
একেশ্বর যেশু এষ আমার এনস।
এহদঙ্গে এত ভার এ ইন্দ্রিয় দশ॥
একাদশের একাঙ্গ হব এক যোনি।
এদাসে এড়ক কর ধর্ম্মাত্মা জননী॥
এভাব এ কঙ্কাল একান্তে যেশুতে।
একি ত্রাণ একাধিপতির প্রাণদানেতে॥

ঐ. (বিং) ঐকার ; দ্বাদশ স্বরবর্ণ । স্মরণার্থ ।

ঐহিক ঐন্দ্রিয়ক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রজালিক ।
ঐশিক ঐকান্তিক ঐ সুখ ঐশ্বরিক ॥
ঐশিক ঐশ্বর্য্য ঐ মাধুর্য্য যেশুতে ।
ঐরি ঐ ছায়াবৎ ঐ পশ্চাৎ ঐ গো সঙ্গেতে ॥

ও. (বিং) ওকার , ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ ; এবং ; সম্বোধনার্থ ।

ওহে যেশু ওষ্ঠাধর মুক্তি দেহ দান ।
ওষ্ঠে ওজস ওটন গুণ করি গান ॥
ওকঃ হীন আমি দেহ কাল বরি ওকঃ ।
ওষ্ঠাগত প্রাণ পাপে নাহি পাই ওকঃ ॥
ওঝা প্রভু ওতপ্রোত ও বিষেতে মরি ।
ওঝানি করেছো তব রক্তে বিষহরি ॥
ওরম্বা ওঁ অ উ ম ত্রিত্ব দেবগণ ।
ওষণ ও ওষ্ঠাধর ওষ্কাণে এষণ ॥

ঔ. (বিং) ঔকার ; চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ ।

ঔচ্চ সর্ব্বোপরি ঔৎকর্ষ ঔদার্য্য যেশু ।
ঔরগ ঔৎপাতিকে ঔচিত্য দণ্ড আশু ॥
ঔবলে ঔরৎ ঔরগ ঔপম্য রাখিল ।
ঔ পায়িক গেল ঔৎকট্য ঔর্দ্ধে দহিল ॥

অং, অনুস্বার।

অংশু ধর যেশু মনে দেহ অংশু জ্বালি।
অংহ অংহ্রিতে নাশিও অংসে ক্রুশ-ভুলি॥
অংশুমৎ অংহ্রি ও অঙ্গ রক্তেতে অঙ্কিত।
অংহ রাজাকে কর অংহ্রি কাঙ্ক্ষে চূর্ণিত॥
অংশল অংশুময় সর্ব্বাংশে অঙ্গী অঙ্গ।
অঙ্ককে রাখ ঐ অংহ্রি ছায়া অঙ্কে সঙ্গ॥

অঃ, বিসর্গ।

অঃ অঃ যাঃ যিহোবা যেশু এবপুঃ দুঃখ।
আয়ুঃ মোর ক্ষয় মনঃ দুঃখ দেহ সুখ॥

প্রথমসর্গ ককার।

ক, (ক্লীং) জল; মস্তক; (পুং) ব্রহ্মা;
বায়ু; সূর্য্য; আত্মা।

ক, ককার কন্দ যেশু কৃপয়া কলেবর।
কাশ্যপা কলুষময় করাল কঠোর॥
কলিন্দ খ্রীষ্ট কলানিধি কৈলা কুশল।
কালবরি কটকীতে ক্রুশেতে কোমল॥
কি কৃপা কুর্পর হেতু কাঁটার কিরীট।
কৃতান্ত সম কালিঙ্গ কুল করে টিট॥

(৯)

করে ও ক্রমে কীলক ক্রমিক রুধির।
করপুটে কয়েক কুলবতী অস্থির॥
ক্রন্দন করতঃ শোকে চক্ষে বহে নীর।
কায়াপ্রাণে ক্রুতু করিলেন মহাবীর॥
কালিঙ্গকাল কালীর ফুরাইল কাল।
কৃপালুর ক্রমে কর্ষণ হইল ভাল॥
কম্প করি কালবরি কটকী বিদীর্ণ।
ককার ক্ষকার কম্পে হইল বিকীর্ণ॥
কৃপাময়ের কৃপার্থে করি হে কামনা।
কিঙ্করের কালবরি আশ্রয় বাসনা॥
ক্রূর কৃতান্ত কবল করে প্রায় অরি।
কাচুয়া ভুলায় ক্রুশ খ্রীষ্ট কালবরি॥
কৃতাঞ্জলি করতঃ করিতেছি করার।
করিয়াছি কঙ্করাধিক কত কদাচার॥
কচি কালাবধি ক্রমশই কত বার।
কুর্পরের কেবল কষ্ট কলুষ ভার॥
করিয়াছেন করার করিবো উদ্ধার।
করও ক্রম রাঙ্গা ঐ কারণ তোমার॥
কায়মনে করিতেছি কাকুতি ক্রন্দন।
কাঁধে ক্রুশকেতু করে করিব কীর্ত্তন॥

দ্বিতীয়সর্গ খকার।

খ, (ক্লীং) শূন্য ; বিন্দু ; আকাশ ;
(পুং) সূর্য্য . দেবলোক।

খ, খগবর্ত্তীর তুমি বিখ্যাত হে খ্রীষ্ট।
খগোলের খুল্লম খ্রীষ্টই খারা শ্রেষ্ঠ॥
খর্ব্ব হইয়া খ্রীষ্ট খ্যাতি খগবতীতে।
খিদ্যমানে খেদ করি খলে ফেল খাতে॥
খেদিতের ত্রাণের খনি যেশুই খাস।
খইনে পাপে পড়ি খোজি নাহি বিশ্রাম
খ্যাত খ্রীষ্ট খ্যাতি সুনিয়াছি আমি খোর
খো মনে খেঁচাও যেশু দিয়া প্রেমডোর।

তৃতীয়সর্গ গকার।

গ, (ক্লীং) গণেশ ; স্বর্গবাদাকর।

গকার গলস্তন সম গজ বদন।
গগন কুসুমদেব গতপ্রভ গণ॥
গগন খগ যেশু গতি বিহীনের গতি।
গতপ্রভ গঙ্গামাতাতে যেশু গভস্তি॥
গরলীব গর্জ্জন শুনকে কৈলা যাতন।
গুণনিধি গুণ কৃতের গুণ গাওন॥

গড্ডলিকা গণে গদ গদ মনে গায়।
গণবন্ধে গমন করে পিছে পিছে ধায়॥
গুরুপাপি গণ্ডমূর্খ গৃহ মনি শূন্য।
গণ্যও নই গভস্তিহীন তৈল জন্য॥
গতায়ু যেশু কর গতার্থ গতিবিহীন।
গবেষণ করতঃ গৌরব গাই দিন দিন॥

চতুর্থসর্গ ঘকার।

ঘ, (ক্লীং) ঘণ্টা, ঠন্ ঠন্ শব্দ।

ঘ, ঘকার ঘর ঘর বাজে ঘন স্বন।
ঘটনকর্ত্তা ঘৃণি যেশু হৈলা ঘাতন॥
ঘোর ঘাতকে ঘেরে দিল হস্তে পদে ঘা।
ঘনবীথি ঘনস্বন করে ঘন ঘন আঃ॥
ঘন ঘন ঘটিকা ঘাতক ঘৃণিতে।
ঘৃষ্ট হউক ঘাতন পাউক ঘুটিতে॥
ঘৃণিত লাগি যেশু রক্ত ঘর্ম্ম দেহেতে।
ঘরে ঘরে ঘোষাণ ঘোষণা হউক ঘটাতে

পঞ্চমসর্গ ঙকার।

ঙ, (পুং) বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব।

ঙকার নাই যেশুর ঙকার পূরক।
ঙকার দান অরি ঙকার মারক॥
ঙকার মম ঙপদ রাঙ্গাযুগলপদ।
ঙকার পুনঃ নাশহ ঙকারের মদ॥

ষষ্ঠসর্গ চকার।

চ, (ক্লীং) শিব ; চন্দ্র ; চোর, কচ্ছপ

চকার চক্রভেদনীর যেশু চটুল।
চন্দ্রকান্তার চকারে চমকে ব্যাকুল॥
চেতনেশ্বর পাটান চিন্তাসঙ্গময়।
চার চক্ষুঃ খ্রীষ্ট চমৎকার তনয়॥
চিত্রোক্তি চটু চক্ষাঃ জন কৈল শ্রবণ
চিত্রকণ্ঠের ন্যায় চিদাত্মা অবতরণ॥
চেতনে সহিত চেতন চেতনেশ্বর।
চরণে বহে চর্ম্মজ অধ চক্র ধর॥
চাহিলাম চর্ম্মজ চরণামৃত পান।
চিন্তনে চারুফল চোওন পাই দান॥
চুষণ করিয়া চৈতন্য হৈল চিত্ত।
চারি দিক চরণতলে চাই চ চ্যুত॥

চক্রপাণি চক্রমণ্ডলী চক্রভৃৎ চক্রী।
চণ্ডালিকা চারুগর্ব্বের অনক বক্রী॥
চরম হইলো চণ্ডীর চত্বরের কাল।
চক্ষে দেখি চক্রধরের চূর্ণন ভাল॥
চক্রবাল চক্রবান্ধব চটুলা চঞ্চল।
চমুদূত চমূমেব চমূসজ্জা সকল॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা চপলা চিকুর চমকিতে।
চিৎ চর্ম্মজ চিহ্নিত চরণ ধর চিত্তে॥

সপ্তমসর্গ ছকার।

ছ, (বিং) তরল; নির্ম্মল; ঘট, সংখ্যা;
(পুং) গোপন; শিশু।

ছ, ভাবেছে ছত্বরে ভাবি ছ নহি ছার।
ছ কর ছার মনঃ ছ নচেৎ ছার খার॥
ছায়াভৃৎ যেশু কলুষ মাঝে ছটাময়।
ছাগ সম ছিছি লোকে খোঁজে ছিদ্রচয়॥
ছাঁকনি মনা যাজকগণ কৈল ছল।
ছাঁদনে বান্ধে ছর্পণে আনিল সৈন্যদল॥
ছমুণ্ড ছাওয়াল কৈল তাঁরে ছারবিগণ।
ছেপ দেয় ছড়িতে পিটে চর্ম্ম ছিলন॥

ছুড় ছড়িতে পড়ায় রুধিরের ধারা।
ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ যেশু ছাত্র হারা॥
ছেদিকের ছেদে ছটপটান কাতর।
ছিলোকে ছলে চাহিল বরব্বা তস্কর॥

অষ্টমসর্গ জকার।

জ. (পুং) শিব ; বিষ্ণু ; জন্ম ; পিতা ; মাতা.
ভোগ ; বিষ ; আলোক ; বেগ ; ভূত ; প্রেত
(বিং) শীঘ্র ; ভুক্ত ; জীত।

জয় জয় জগদীশ জীবের জীবন।
জীবের যেশু জীবাধান জীবের জীয়ন॥
জল্লাদ জোরে কালবরি জগতি ধরে।
জীবের জীবনাকরে দিল ক্রুশোপরে॥
জলুয়ের ঘা মারে গো যুগল করে।
জঙ্ঘপুগ জন্যে জীবের শোণিত ঝরে॥
জনপদের জুতল জনব বল্লভ।
জিতেন্দ্রিয় জজ জগৎ জয়ী দুর্লভ॥
জননী জনক জম্পতী সজল নয়ন।
জীবনান্ত দেখিয়া যাতনায় ক্রন্দন॥
জলি জলধর জগদ যোনি কম্পিত।
জ্যোতিষ্কা জনান্তিক যেশু জন্য তাপিত॥

দশমসর্গ ঞকার।

ঞ, (পুং) শুক্র; ষণ্ড; যোগী; গান, শব্দ;
ঞ, প্রত্যয়বিশেষ; ধাতুর অনুবন্ধ বিশেষ
প্রেরণার্থ বোধক।

ঞকার পশুলোকে ঞকার জাত করে।
ঞকারের ঈশ্বর যেশু ঞকারে রহে
ঞকার আনন্দ ঞকারেতে দূতগণ।
ঞ, জয় জয় ঞকার শুনে রাখালগণ॥
ঞঃ শুন দাসের ঞ ত্রে কর আগমন।
ঞ করি সদা করহে ঞকার গ্রহণ॥

একাদশসর্গ টকার।

ট, (পুং) শব্দ; বামন, চতুর্থাংশ।

টকার মহাটকার এ টগুাই কার।
টার ছেড়ে টকার টঙ্কারের টকার॥
টেরচাভাবে দেখি টের পাইবার তরে।
টহলানে দেখি কাঁটার টোপর শিরে॥
টেটার টোকরের ঘা কক্ষে বহে ধারা।
টাঙ্গান দেখি যুবা ক্রুশে গজাল মারা॥

টক্ টক্ টঙ্কন রাঙ্গা চরণ যুগল।
টুন্টক আমি টনকে টনক বিহ্বল॥
টের পাবে টোকক টুন্টক লোক যত।
টট্টুর বাজারে দূত টানিবেক দ্রুত॥

দ্বাদশসর্গ ঠকার।

ঠ, (পুং) প্রতিমা; দেবতা; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু; শিব; মহাধ্বনি, অতিশয়শব্দ, চন্দ্রমণ্ডল; সূর্য্যমণ্ডল; শূন্য।

ঠকারের ঠকার ঠকার নির্ম্মাণিলা।
ঠক্কুর ঠাকুরাণী ঠকারেরে ঠাসিলা॥
ঠক ঠগামি ঠেঁটা ঠেকারকারিগণ।
ঠেলে লইবেই কি করে ঠোঁটে তখন॥
ঠেলন করেছো আজ্ঞা ঠোর কর শীঘ্র।
ঠুলি দিয়া ঠকারে লইবে মৃত্যু ব্যাঘ্র॥
ঠেস কে তথায় ঠেকিবে ঠক ঠকীতে।
ঠাহর ঠিক কাঠে কীট ঠোসা অগ্নিতে॥
ঠকারের প্রভু শুনি সুঠকার ধ্বনি।
ঠুটা হস্ত ঠেঙ্গহীনে পদ দেন যিনি॥
ঠিকরি নহে প্রভু দেখ ঠিক সর্ব্বাগ্র।
ঠৌর যাবে ঠেক নাহি পাবে কির শীঘ্র॥

ত্রয়োদশসর্গ ডকার।

ড, (পুং) শিব ; শব্দ ; ধ্বনি , ত্রাস ; বাড়বাগ্নি ; বাদ্য ; যন্ত্র বিশেষ।

ডকার ডগরে ডমরু ফেলে পলাকে।
ডকার পাইবে ডয়নে তূরীর ডাকে ॥
ডয়নে ডাক শুনে ডরে ডরুক হবে।
ডকার ডাকিনীগণ ডলন হইবে ॥
ডাক্ প্রচারক ডি ডি ডকে খ্রীষ্ট ভাই।
ডকার এইরূপে ঢোল চারি দিগে চাই ॥
ডাকার মত শমন ডয়নে ডাকিবে।
ডকার অনন্তানলে ডহরে ডুবাবে ॥
ডাকি প্রিয়গণ ডঙ্কা বাজে ঘন ঘন।
ডরালুভাবে ডুকরণে সহিত মন ॥
ডাকেন যেশু ডিম্ভুক করিতে আশু।
ডিম্ভবৎ আমি ডলন যাই কর যেশু ॥

চতুর্দ্দশসর্গ ঢকার।

ঢ, (পুং) ঢক্কা ; কুক্কুর ; ধ্বনি।

ঢেঁড়রা যেশু নামের ঢের শুনেছে।
ঢকার লোকে ঢুনটি ঢক্কারী ভজিছে ॥

(১৯)

ঢক্কারের মত ঢিল ধাও কাষ্ঠ ঢেলা।
ঢপ্ আছে ঢপ্ নাই ঢপ্ মন্দ শিলা॥
ঢকার ঢকার শুনি ঢাক ঢোল বাজে।
ঢক্ক ঢক্কে ঢুন ঢন ঢের ভূমি মাঝে॥
ঢনা হৈলাম ঢাণ্ডা তব বাক্য লইয়া।
ঢমন করে ঢক্কে বাঁচাও ঢাল দিয়া॥

পঞ্চদশ সর্গ ণকার।

ণ, (পুং) জ্ঞান, নিশ্চয়; শিব; বিন্দুদেব,
অলঙ্কার, জল; কিম্বা গ্রীষ্মাগার;
কুলোক; অসম্মতি; শব্দ; দান।

গত ণকার নির্ণয় করিয়া ণকার;
ণকার আকর প্রভু ণকারালঙ্কার॥
ণকার করে ণকার ভূদেবের চর।
ণকারময় ণকার কৈলা কলেবর॥

ষোড়শসর্গ তকার।

ত, (পুং) চোর; অমৃত; পুচ্ছ; ক্রোড়; গর্ভ, লাঙ্গুল
বৃষ; কুলোক; রত্নবিশেষ; (ক্লীং) পুণ্য।

ত্বং ত্রাতা তকারময় তকারে উদয়
ত্বং তনু কুমারীর তকারে জন্ম হয়॥

ত্রয়ের ত্রয়মাত্রং ত্রাণার্থে তীর্ণ তক্ষাকয়
ত্রিবিষ্টপস্থ তাহার তকারস্থ তনয় ॥
তারা দেখে ত্রিকালজ্ঞ তারা ত্রাতা কয় ।
তবীয তর্ণ শান্তি বাহিনী তুণ্ডে গায় ॥
ত্রাণোত্তীর্ণ তীক্ষ্ণ তানে তিমিরেতে জয় ।
ত্রাণাগত ইলনান্নুএল তর্ণিতময় ॥
তনু ত্যাগি তিমিরের ছায়ায় তপন ।
তমোদরী তার তনয় তনয়া গণ ॥
ত্রাতার তকাতে তারা করি সমর্পণ ।
ত্রাতা স্তুতি শুনিয়া তর্ণ করিয়া গ্রহণ ॥
তর্ণের শিরে হস্ত দিয়া আশীষ দেন ।
তরল তর্ণমনঃ তাঁকে স্বর্গে গ্রহণ ॥
ত্বং আত্মা তাত ত্রয় ত্রিত্বে একত্ব জ্ঞান ।
তল্লজ সম্বাদ তলিনে তন্ন তন্ন ধ্যান ॥
তদভ্যাস তব দাস ত্রাণ তোর ত্বং দান ।
তমঃ তে মাতা মোরে তবারে দিয়া স্থান
তাহার তরে তক্ষমনে তক্ষী সন্ধান ।
তচ্চিন্তা তুষ্টিক ভাবে ত্বং দেশুই ত্রাণ ॥
তোমার তোদে ত্বগজ তনু রস ঝরে ।
তব দাসার্থে তরু নখের তাজ শিরে ॥

তরঙ্গের তরণি তুমি যিশু তরাণ।
তারিতে তনয় তনয়া ত্বং তনু দান ॥
তপস্যাতে তনুকে তনু করিলা তল।
তনুত্যাগি নরের তরে ত্বং তলা তল ॥
তারিতে তৎ তল নাশিলা নরকবল।
তৃণ মৎ কৃণ তুমি তাদর্থে অধতল ॥
তলের তপস্যা তীরিত ত্বরা হইল।
তৃতীয় তর্ণি দিনে মৃত্যুঞ্জয় উঠিল ॥

সপ্তদশ সর্গ থকার।

(স্ত্রীং) রক্ষণ; মঙ্গল; ভয়; ধ্বংস; (পুং) পর্ব্বত
রক্ষক; ব্যাধিবিশেষ; ভয়চিহ্ন; ভক্ষণ

থকার সম্বাদ স্থানে স্থানে থাক স্থাপন।
থকার বহু লোকে থকার করে স্থাপন ॥
থানাদেখি দেবের থর থর কম্পিতমন।
থকারে দেখি ক্রুশের থকারদর্শন ॥
থুৎকারেতে থাপড়াইয়া থকারগণ।
থকার কালবরিপরে থামে বিক্ষণ ॥
থুবড়ন হৈয়া থুতি করিহে প্রার্থন।
থ হীনের বিশ্বাসের থাম খ্রীষ্টহন ॥

অষ্টাদশ সর্গ দকার ।

দ, (স্ত্রীং) ভার্য্যা ; (বিং) অচল ; দাত্তা (ক্লীং) দান ; ভাগকরণ ।

দণ্ডদাতা শুনিয়া দকারের বচন ।
দারার বাক্যে পিলাতের দরিতমন ॥
দ্বয়মনে দুই দিগ দণ্ডধর দর্শান ।
দকে দুইকর ধুইয়া নির্দ্দোষ জ্ঞান ॥
দিল দণ্ড দাতা দণ্ডনায়েকের করে ।
দ্রুনখের মুকুট দিল যেশুর শিরে ॥
দণ্ড নায়ক লৈয়া গেল দর্দ্দিরোপরে ।
দুর্ব্বৃত্তদ্বয় দুই দিগে মধ্যে যিশুরে ॥
দণ্ড কাষ্ঠে দেয় হস্ত পদ দ্বয়ে ঘা ।
দারুণ প্রেকের দরদ রক্ত মাথাগা ॥
দিননাথ অর্দ্ধদিনে হৈল দিনান্তক ।
দরিতে দারুণ হইল দন্দের ত্বক ॥
দাস দাসী দেখে ক্রুশ দিবোকারন্যায় ।
দৃক্‌পাৎ তৃষ্ণায় দেখে সরুধির পায় ॥
দমন করিলেন দীননাথ অনন্ত ।
দান সৌণ্ড দীনের লাগি হৈলা দৃষ্টান্ত
দয়ায় করেছদান দেয়া ভুমিরকর্ত্তা ।
দারুণ পাপে দগ্ধহই দুর্দ্দিনে ত্রাতা ॥

দুর্ব্বল দাসের দূর করহ দুর্গতি।
হেয়কারি দূষ্য কর্ম্মে দাও দাস্ত মতি ॥

ঊনবিংশ সর্গ ধকার।

ধ, (ক্লীং) ধন, (পুং) ব্রহ্ম; কুবের; ধর্ম্ম;
ধ ক্রুশ ধ্যানেতে ধীন্দ্রিয়েতে বহে ধারা।
ধন ধর্ম্ম কালবরি ধর তলে ধরা॥
ধ হীন অধর্ম্ম ধারে ধ্বান্ত ছিলধারা।
ধর্ম্মময়ের ধৃক্ষিতে হইল সু ধারা॥
ধর্ম্মাত্মার ধৃক্ষিতি ধন্দা হবে ধাবন।
ধূম্রলোচনের ধী বং কর ধীর মন॥
ধৈর্য্যহৈয়া ক্রুশ স্কন্ধে করিব ধারণ।
ধরণিতে সর্ব্ব ধামে ক্রুশের ব্যাখ্যান॥
ধূপ ধুনা উপচার বলি আদিদান।
ধর্ম্মময় ধরিত্রীর কিছু নাহি চান॥
ধরায় ধর্ম্মার্থে দিলেন ধড় ও প্রাণ।
ধন্য যেশু করেছ পাপধার মার্জ্জন॥
ধ্যান এই ধ্বংস না হই ধর্ম্ম বিচারে।
ধ্বংসক ধ্বংসনার্থে পশ্চাৎ ধাওনে ফেরে॥
ধর্ম্মধ্বনি রূপ ধারাঙ্গ দেহ এ কিঙ্করে।
ধ্বান্ত রাজাকে ধ্বংসিব ধারাঙ্গের ধারে॥

বিংশসর্গ নকার।

(ক্রিং বিং) নহে; নিষেধ (পুং) বৌদ্ধ; গণেশ বন্ধন; বন; দান; প্রশংসা।

নিস্ত্রিংশ ন কৈলে ন করিব নাগসঙ্গে।
নির্ঘাত করিব নাশীর নিটল ভেঙ্গে॥
নভাক মধ্যে নির্গড়ে বদ্ধ নর গণ।
নকর হৈয়া নাশীর নিদেশ গ্রহণ॥
নিষেধ করি নকার কর নাশ্য বচন।
নরান্তকের নিয়ম না কর পালন॥
নিষ্ঠুর সেই নরীকে কৈল নিষ্কাশন।
নারী নানা নগ নেত্রে করিত নেহারন॥
নিদেশ কৈল ভগ্ন বোধ পাইসনয়।
নগ তলে নিঝুম হৈয়া পাপে হলমগ্ন॥
নিহ্য নরের নিত্য সুখেতে নিরঞ্জন।
নিঃশেষ হইল নর নরীর জীবন॥
নিশাপাল হইল এদন উপবনে।
নরহইল নশ্বর নিদেশ না শুনে॥
নিবাস ছিল নিঃ শঙ্ক নিরন্তর সুখ।
নরে নির্ব্বাসন দিলে নর অধোমুখ॥

নিস্তারক খ্রীষ্ট করি নূতন নিয়ম।
নারীর গর্ভেতে হইল নূতন আদম॥
ন গণে ন করে নাথে নাগে নিকারণ।
নরদেব হইয়া নরক কৈলা মার্জ্জন॥
ন্যাক্ত নেংড়াকে সুস্থ নুলারে দিলা হস্ত।
নীরনিধিকে নিদেশে করিলা নিরস্ত॥
নর দ্বারা খ্রীষ্টনামে হও নামাঙ্কিত।
ননস নয়ক তিনি না হও শঙ্কিত।
নরকীলক নরকুল নাহও কভু।
নাকের নমস্য যিনি নরেশ্বর প্রভু॥
নির্ম্মল নিষ্পাপ নিত্য নিষ্কল আপনি।
নৃপতির নৃপবর ত্রাতা নভোমণি॥
নশ্বর নরপ্রাণি নীরবহে নেত্রেতে॥
নির্ভর খ্রীষ্ট নামে নয়ন ঐ ক্রুশেতে॥
নিমুনরে নলকীল গাড়ি করে নতি।
নাথের নাথ শুনহে অনাথার স্তুতি॥
নিখুঁত নাহিলে নরক যাত্রা নিশ্চয়।
নিশ্বাস নিস্বন রহিতে কর নির্ণয়॥
নচেৎ নৈকট্য নরকের নাচি কেতু।
নিত্য নির্ব্বাণ নাই জ্বলনীয় ধাতু॥

নিবেদি নরগণ না হইও নিধন ।
নরকে নিরাশ নিরুপায় নরগণ ॥
নিখিল নরের নেত্রে নেত্রাম্বু নয়ন ।
নিরাহার নগ্ন নিষ্প্রভ নিরস রসন ॥
নিরনাহি নিত্য নিরচায় ঘনাঘণ ।
নর শব অগ্নির মধ্যে দস্তনলন ॥
নেত্রে নাহি নিদ্রাহবে নভোমনি নাই ।
নরকেতে নিত্য নিগ্রহ নির্ঘাত তাই ॥

একবিংশতি সর্গ পকার ।

প, (পুং) রাজপুত্র ; শাস্তা ; পবন ; পত্র ।

প রূপে পয়োধরেতে পরম পকার ।
পুরাতন পুন্য গ্রন্থের ঐ অঙ্গিকার ॥
প্রিয় হে প্রয়াগের পথে কেন ধাবন ।
পুন্য পাবেনা পণ্ড প্রিয়র পর্য্যটন ॥
প্রাজ্ঞতাকর পূর্ব্বাপরের পর্য্যেষণা ।
প্রতিমা পূজা পূজার্থে পুজারী দক্ষিণা ॥
প্রাতঃস্নান পূজা প্রণিপাত প্রদক্ষিণ ।
পটল পুরাণ পাট প্রায়শ্চিত্ত দিন দিন ॥

পচত্ত পূষাকে প্রণাম পাদ্যার্ঘ্য দান।
পদার পাদোদক পানিতে লৈয়া পান॥
পূজিল করি পূতার্থে কর প্রাণপণ।
পঞ্চতে পুদ্গল যে প্রাণি প্রপঞ্চেমন॥
পাপি পাপ ময় পাপে পঞ্চত্ব পতন।
প্রসবন পাপে প্রভুর শাপে ধ্বংসন॥
প্রভুর প্রোক্ত পুন্যহে করিপ্রকীর্ত্তন।
পাবে পাপে ত্রাণ পড়হ ধর্ম্ম দর্পণ॥
পরমেশ্বরের প্রোক্ত প্রথমেতে হয়।
প্রভা হউক প্রোক্তে প্রভায় প্রভাময়॥
পয়োধর পয়োধি পৃথ্বী পল্লবী প্রাণি।
পতঙ্গ পাকল পশু পোকা সর্ব্ব যোনি॥
পর্ব্বধি পুষা প্রভা হেত্ত প্রভু দিলেন।
প্রথম দিনকে পদ্মপাণি ডাকিলেন॥
পরে পৃথ্বীতে প্রাণি পরিপূর্ণ হইল।
প্রভুর প্রতিমূর্ত্তিতে পুরুষ জন্মিল॥
পুং পঞ্জরে পত্নী প্রশ্বাসে সজীবপ্রাণী।
পুরুষ আদম প্রকৃতি হবা জননী॥
পেশল এদনে পতি পত্নী পূত মনে।
পরাং পরের পুত্র পুত্রী ঐ দুইজনে॥

সুদাস পুত্রাত্মা পিতার প্রসাদ পান।
প্রত্যেক পাদপে ফল প্রফুল্লেতে খান।
প্রমাদ পড়িল পরে পাপাত্মার মনে।
সর্প প্রবেশিল প্রকৃতির কাননে॥
প্রোক্ত ছিল প্রজ্ঞাখ্য পল্লবী অস্পর্শিন।
প্রাণান্ত পাদপের ফল নহে প্রাশন॥
প্রবঞ্চক প্রতারণায় বলে ওগো নারী।
পল্লবীর ফল প্রাশন নয় দোষ করি॥
প্রকৃতি প্রীত বাক্যেতে প্রীণিতভাবে।
পিতৃ প্রোক্ত ফল প্রাশনে পাপপ্রদোষে॥
প্রবোধে প্রপঞ্চ দিয়া করায় প্রয়াস।
পেশল ফল দেখি প্রস্তুর পূর্ণ আশ॥
প্রতারক প্রাশন করাইয়া ফল।
পাপে প্রবৃত্ত পতন করাইল খল॥
পর্য্যস্ত হইল এদন প্রবেশ দোর।
প্রহরি পাহারা পথ দ্বারে কিরূবের॥
পিতার দশা পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত মুখে।
প্রসূরে এই প্রসূত প্রসূতির দুঃখে॥
পরমেশ কহিলেন প্রকৃতির পুত্রেতে।
পরস্পর বৈরি নরা পৃথাকু বংশেতে॥

প্রকৃতি পুত্রের পদে তোর দন্তাবাত ।
প্রতিশ্রব পুত্রদ্বারা তোর শিরোলাভ ॥
পিতা পুত্র পরমাত্মা একই ঈশ্বর ।
প্রথমে প্রোক্ত ঐ প্রোক্ত সহিত অমর ॥
পিতা পরমেশ্বরের প্রেম পৃথ্বীপর ।
প্রাণস্থল হৈতে প্রাণে পাঠান সত্বর ॥
পূর্ণ ঐ প্রোক্ত আঠারশত পঁয়ষট্টি ।
পঞ্চদ্বপ্রায় প্রাণির প্রতি হইল দৃষ্টি ॥
প্রত্যক প্রত্যক মধ্যে দাবিদ্ নগরে ।
প্রভুর ঐশ্বর্য্য পঁহুছিল মেরির ঘরে ॥
প্রত্যক্ষ দূতে করে প্রত্যাদেশ প্রদান ।
প্রকৃতি পর্ব্বৎ মধ্যে মেরি ধন্যা প্রধান ॥
প্রকৃত প্রভু ভক্তি কুমারি প্রদর্শন ।
প্রত্যেক প্রাণরক্ষা তৎ গর্ভে প্রসবন ॥
পরমাত্মা দ্বারা প্রসব করিবা পুত্র ।
পতিত পাবন যেশুনাম রেখো মিত্র ॥
প্রসহ্য মেষ পালকেরা পাইল রব ।
প্রত্যাদেশ প্রকীর্ত্তন বাহিনীর স্তব ॥
পদান পর পর প্রমুদিত মুখে ।
প্রান্তরে পালকগণ প্রাণভরে দেখে ॥

প্রবোধ দিয়া পালকগণে কহে বচন।
পৃথিবীতে নব নৃপ প্রতিম কাঞ্চন॥
পরাৎপরের পুত্র ঐ কর প্রদর্শন।
পালকগণ প্রস্থানে পুলকিত মনঃ॥
পঁহুছিয়া পশুর প্রগ্রীবে প্রবেশন।
পাইবাতে প্রগ্রীব পরমানন্দ মন॥
পালঙ্ক বিনা পশুর প্রাশন পাত্রে।
পূত যেশুরে দেখি পদ্ম ফুটিছে গাত্রে॥
প্রগ্রীব পচত ময় প্রদর্শন করি।
পরিধানে প্রায়গো পপি অবতরি॥
পরস্পর বলে পপিপচত হবে কি।
পদ্মবন্ধুযিনি রূপ অপরূপ দেখি॥
প্রশংসা প্রচার করে প্রাঞ্জল অন্তর।
পরমেশ্বরের পুত্র প্রপঞ্চ উপর॥
প্রথম আদমের প্রতিশীর্ষ আদম।
পাপির সঙ্গে পুন্যবান প্রভু উত্তম॥
প্রভুখ্রীষ্টের প্রশংসা প্রচারক জন।
প্রভুর পাত্র নত করে প্রকাশন॥
প্রান্তরে প্রবোদ্ধা প্রত্যেকে করে প্রচ্ছনা
প্রভুত প্রাণি প্রত্যয়ে পায় মর্না॥

পিতা মাতা শিশু প্রভু গেলেন পর্ব্বেতে ।
প্ররভু প্রাসাদে দেখে প্রবীণ গণেতে ॥
পুস্তকের পদের করেন প্রকীর্ত্তন ।
প্রধানেরা প্রবোদ্ধাকে করে প্রদর্শন ॥
পরিণয়ের প্রচ্ছনা ছিল কান্না পুরে ।
প্রভুর প্রসূও গেলেন পাত্রের ঘরে ॥
প্রভু প্রবিষ্ট হৈলে পষংদের প্রাশন ।
পষংগণের পানীয় হৈল অনাটন ॥
প্রার্থনাদ্বারা প্রসু পরার্থ পান দান ।
প্রসুকে পৃথক করি পরমার্থ জ্ঞান ॥
প্রৈষ্যকে প্রোক্ত করেন পয়ঃ পাত্রে ঢাল ।
প্রসহ্য প্রচুর সুরা হৈল স্বাদ ভাল ॥
পারিষদের পুত্র পঞ্চত্ব প্রায় হন ।
পিতা প্রভুর কাছে গিয়া পদানে কন ॥
প্রভু ঐ পীড়া প্রোক্তেতে পর্য্যব সান ।
প্রমুখাৎ ঐশুনে পুত্রটি পাইল ত্রাণ ॥
পয়োধিতে পিতররা পরিশ্রম করে ।
পণ্ডশ্রম পোনা পুঁটী কিছুনাহিধরে ॥
প্রভুগিয়া পিতরের কাছে প্রোক্তদেন ।
প্রাক্ত পাইয়া পিতর পাশ ফেলিলেন ॥

পাশ পরিপূর্ণপাশ টানা নাহি যায়।
পিতর প্রভু জ্ঞাতে পশ্চাৎ বর্ত্তী যায়॥
পতিহীনা প্রকৃতির একমাত্র পুত্র।
পঞ্চত্ব হইলে তার পাথিন বহেনেত্র॥
পশ্যাতে প্রাণকান্দে তার পৃথুলম্বর।
প্রাণাকর যেশু প্রোক্তে প্রাণ দেনতার॥
পঙ্গা ঘাতি পঙ্গু প্রভুর প্রোক্তে নন্দন।
প্রদরি প্রবীন পীড়া করে পর্য্যটন॥
পাপাত্মা প্রেতাদি প্রোক্ত মাত্রে পলায়ন।
পয়োধিতে পদব্রজে প্রভু পর্য্যটন॥
পিতৃকাননে লাজার চারিদিন শোয়া।
প্রভু উঠান প্রোক্তেতে পুনঃ প্রাণদিয়া॥
প্রত্যেক পল্লিতে প্রভু কৈলা পর্য্যটন।
পরিত্রাণের প্রচুনা প্রবুদ্ধ করান॥
প্রথম পুরুষ প্রতিমূর্ত্তি পুনঃদান।
পাপ কৈল পুনঃগেল পরেপাপ জ্ঞান॥
প্রতিশ্রব পূর্ব্বেতে পৃথ্বীতে পড়ছন।
প্রায়শ্চিত্তে প্রতি নিধি পাপির পরান॥
পাপির প্রতিশীর্ষ আমি দিব সপ্রাণ।
প্রভু পুরকালে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যবসান॥

পাণি পদেতে প্রচুর প্রেকের প্রহার।
পঞ্জরোপরে পিনাকে পঞ্চত্ব যাঁহার ॥
পিতৃকাননে পাষাণ পালঙ্কে পতন।
পরে পৃথুল পাতরে পথ প্রচ্ছাদন ॥
প্রহরিগণ প্রভুকে পরিবেষ্টন।
প্রভু পরলোকে প্রত্যেককে প্রদর্শন ॥
পদ্ম পাণিকে পয়োধর করে প্রচ্ছন্ন।
পুনঃ পদ্মবন্ধু প্রকাশিল মেঘ ভিন্ন ॥
প্রাদুর্ভাবে পঞ্চত্বকে করে পদাঘাত।
প্রসহ্য পরঃস্থতে প্রভু দিলেন সাক্ষাৎ ॥
পরে প্রকৃতি প্রেরিতগণে দিয়া দর্শন।
প্রবোধে অপ্রত্যয়ি তোমাকে প্রদর্শন ॥
পয়ান পয়োধরে পিতার সন্নিধান।
প্রোক্ত এই প্রত্যেকে কর পরিজ্ঞান ॥
প্রবোধকর্ত্তা পুত্র করিবেন পুষ্টান।
পবিত্রতা পাবে প্রভু দেখিবে পেশল ॥
প্রতিক্ষণ প্রত্য হই প্রত্যাবলোকন।
প্রত্যয়ি হই প্রভুর পদাঙ্কে পয়ান ॥
প্রভু প্রত্যাশা মম পিয়াসা করণ।
পদশোণিত মম প্রাণের প্রক্ষালন ॥

প্রার্থনা এই পাপেতে না হই পতন।
প্রত্যাগমনে পাইব ঐ পাদ বন্দন॥
পূত পদতলে রব পদামৃত পান।
প্রশংসা প্রকীর্ত্তন পূতাত্মা মেলে গান

দ্বাবিংশতি সর্গ ফকার।

ফ, (ক্লীং) রুক্ষউক্তি; ফুৎকার; নিষ্ফল; ভাষণ
(পুং) ঝঞ্ঝাবাতাস; (বিং) স্ফুট; ব্যক্ত।

ফনধরের সঙ্গি ফক্ক ঐ ফিচালেরা।
ফকারে ফের করে ফকারি ফকারেরা॥
ফন ধর ফটস্ফীতে ফটা ফুল্ল করে।
ফলিতের জ্ঞান ফলাহার মাত্র করে॥
ফন্দী করে ফাঁদে ফেলে ফাঁড়ায় ফেলিল।
ফল খাওয়াইয়া ফেরব কু ফলাইল॥
ফলদ প্রভু হে বারেক ফুল্ল লোচনে।
ফিরে প্রফুল্ল হও ফুযি দাসের মনে॥
ফর বিশ্বাস বক্ষে ফের করি বন্ধন।
ফালেতে অরির ফট করিব নির্ধন॥
ফলভুমিতে ফল গ্রাহক মম ক্ষিতি।
ফিতি ফল মৃত্যুফাঁস ফিরাও মম মতি॥

ফলবান ফলদাতা জ্ঞাত ফল শ্রুতি।
ফলমুখ ক্রাইল কাল শুন বিনতি॥

ত্রয়োদশ সর্গ বকার।

ব, (পুং) জলপাত্র ; বায়ু ; বাহু ; বরুণ।

বদনে কি বলিব বপুঃ করে বেপন।
বর্ব্বর বৃথমান বিনীয়তে সৃজন॥
বপিল ও মাকে বারুণ্ড দিল কু জ্ঞান।
বসুধার বায়ুকেতুতে নর নির্ম্মাণ॥
বনান বীজ পুরুষ ও বনিতা তার।
ব প্রশ্বাস দিয়া বিপিনের দেন ভার॥
বল্‌গ বিচিত্র ব্রজেতে ব্রজ্যা করেন।
বিরিঞ্চনের বাঞ্ছা বশীভূত রবেন॥
বিশ্ব স্রষ্টা বিভ্রৎ বদান্য বিভুরাজন।
বিমল নর বদন করে বিলোকন॥
বিশ্রামে বিরাম সদাই বিভা বদন।
বিভাবাসি বিভা ভাবি বিভা উপবন॥
বিনিতাত্মার বিধি বর্জ্জনেতে বিভিন্ন।
বসুধা বায়ু রোষাতে ব্রজ্যা হৈয়া ছিন্ন॥

বাগ্‌দত্তা বীজ পুরুষের বিনিময়।
বিগণ বিষধরে বিগন হে বুধয় ॥
বাগদণ্ড বিপুল বপুঃতে বড়সা বা।
বান্ধিয়া মারে বহায় ক্রুশ বিকীর্ণ গা ॥
বল্লি বল্কিল বৃক্ষের টুপি দেয় তারঃ।
বয়ানে বহে বাসিষ্ট বিগলিত ধারা ॥
বপুঃ স্রব বিলোকনে বিলোচনে ধারঃ।
বিশ্বাসিরা বলে বিভু হইলাম হারা ॥
ব্যাপন্ন বিজয়ী বিভু নিদ্রারবোধন।
বিভাকর বারে সভে করি বিলোকন ॥
বোবাকে দিয়াছ কথন বধিরকে শ্রবণ।
বিকলাঙ্গকে অঙ্গ ব্যাপন্নকে জীবন ॥
বিলাতীকে রাজ্য বিদ্যা ধর্ম্ম বিচক্ষণ।
বিশ্ব ব্রজ্যা বলে বিভু যেশুর বন্দন ॥
বলদ বাহনে বিপুল বিক্রমে আসি।
বেপন বড় হবে বিলোচনে লক্ষে ত্রাসি ॥
বারেক শুনে তুরীবাদ্য বিভু স্মরণ।
বিশ্বাসী বলে ধন্য অবিশ্বাসীর ক্রন্দন ॥
বচলু নিজ বাক ডোর বক্ষে বন্ধন।
বিপ্র বৈদিক বারেন্দ্র বিবিধ বঞ্চন ॥

বোবা বদনে বারেক বাক্য নাহি বলে।
বাহু বেন্ধে বাহিনীরা বিক্রমেতে ফেলে॥
বিশ্বাসীরা বর দেখে পায় খ্রীষ্ঠ বর।
বরয়েলো বর ঐ বরে বন্দন কর॥
বোধ বরন ডালা বিনতি মালা লহ।
বিভুর বপুঃ শ্রবের বস্ত্র বপুতে দেহ॥
বিমোক্তা বদান্য বলগ বর দয়াময়।
বিনীতাত্মা বিভ্রৎ বিভু বয়ুনময়॥
বিচিত্র ব্যাপদে বিনীয় বিমুক্ত সব।
বিচারে ও রাঙ্গাপদ ঐ মম বিভব॥
বক্ষে বাহুঘাত বার২ বহে বাষ্প বারি।
বাঁচাইও বিপদেতে বসুধাতে অরি॥

চতুর্ব্বিংশতি সর্গ ভকার।

ভ, (পুং) নক্ষত্র; শুক্রগ্রহ; রাশি; ভ্রমর; ভ্রান্তি

ভুবনেশ্বর ভক্তবৎসল ভোঃ ভগবান॥
ভ্রংশকে ভয় ভরণ্য দেহ অভয়দান।
ভুজে ভুজঙ্গ ভুয়ো ভুয় দেখায় ভয়।
ভক্তের ভাঙ্গ ভয় ভুমিবর্দ্ধন ভয়॥

ভবৎ ভবাব্ধিতে ভরসা ভগবান।
ভবদীয় ভৃত্যেরে দেহ ভবিক দান॥
ভবিষ্যিতে ভদ্র সমাচারের ভা খ্রীষ্ট।
ভ গেল ভ হৈয়া যেশু ভাব পান মিষ্ট॥
ভেড়া ভেড়ীর ভাব ভীরু ভাবে ভ্রেষণ।
ভ্রমণে ভোজন খ্রীষ্ট ভূলোকা অন্বেষণ॥
ভগ্নমনে ভেট লহ ভয় ও ভক্তি মার্গে।
ভানু যেশু ভুলনা ভবন পাবে স্বর্গে॥
ভেবনা এভবে সব ভাবনা যাইবে।
ভাবী ভ্রংশ দিনে ক্রুশ ক্রক্ষেপে ভাবিবে॥
ভরণ্ডের ভদ্রাসন ক্রুশ ভদ্রাসন।
ভূচর ভুক্ষ্যক লাগি ভীষণ আসন॥
ভবদীয় ভূষিষ্ট দয়া ভূধরে গিয়া।
ভদ্রনিধি বপুঃপ্রাণ ভগ্ন প্রেক দিয়া॥

পঞ্চবিংশতি সর্গ মকার।

ম, (পুং) শিব; চন্দ্র; ব্রহ্মা; যম; সময়; বিষ।

মহাত্মা মধস্থ হেতু মেসায়া মহিতে।
মর্ত্যাস্থ মর্ত্ত্যের লাগি মহাপথ ভোগীতে॥

মর্ম্মকীল খ্রীষ্ট মম মেধার্থে মমতা।
মর্ত্ত মরার জন্যে মরিয়া হৈলা মোক্তা॥
মঙ্গল কর শুন মম মঙ্গল বাদ।
মত্ত মরুৎ পূর্ণ মদারের মহা নাদ॥
মনুষ্য দেখায় মোহ মায়া মঞ্জু মত।
মিথ্যা মমতায় মধু যায় ধায়দ্রুত॥
মকারের মত্ত ম দাস ম শেষ ম।
ম যাবে ম লবে ম মিথ্যা যাবে শেষম॥
মম মনোরথ খ্রীষ্ট যেশু মনোরম।
মৃত্যুঞ্জয় প্রভুই মনোরঞ্জক মম॥
মর্ত্তব্য মরেনা মরিলেও মরিবে না।
মনুজ মনে মানিলে যেশু মরিবে না॥
মনোহর খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যতে মানব।
মেধ্য হবে মন মোদিত মমতা সব॥
মিটাবো মন সাধ মনে সদা আহ্লাদ।
মণিমান মণি মন্দিরে মহাধন্য বাদ॥
মূর্দ্ধায় মকুট মনে মুখে মঙ্গল বাদ।
মম প্রাণের মধ্য লোকেশের পাব প্রসাদ॥
মোদের সব মন্যু মোক্তাও মিত্র যেশু।
মনঃ মন্দিরে মিটাও মনস্তাপ আশু॥

ষষ্ঠবিংশতি সর্গ যকার।

য, (পুং) বায়ু ; যশঃ ; কীর্ত্তি ; যোগ ; যান।

যেশু যাবজ্জীবন তু যাত্রায় যাপন।
যাচনীয় যাব যুক্তা যুগল চরণ ॥
যতনে করি যোগ যেশু যজ্ঞ ভাজন।
যাবৎ যন্ত্রণা নাশিতে যাতনায় যাপন ॥
যজ্ঞ ভূমিতে যজ্ঞত জীবনে যজন।
যজ্ঞত যজির জন্যে যজ্ঞান্ত করণ ॥
যথোচিত যজ্ঞেশ্বর যুষ্মদীয় প্রেমে।
য রাখিলা যশঃ করে যত্র তত্র য ভ্রমে ॥
যাবৎ রাখিবা তব যোআলির অধীন।
যাদব যজ্ঞসুত তেজে ভাবি ঐ দিন ॥
যুষ্মদ যেশু রক্ষক যশঃ শেষ দিনে।
যাচঞা দেহান্তে স্থান ঐ যুগল চরণে ॥

সপ্ত বিংশতি সর্গ রকার।

র, (পুং) অগ্নি ; তীক্ষ্ণ ; কামাগ্নি ; রঙ্গ ; বর্ণ ; স্বর্ণ।

রৌরব চির র রাশীকৃত র জ্বলন।
রকার বিকার রুহি রুহিকা করণ ॥
রোধি গণ রোদন লক্ষে নিত্য রোদন।

রৌক্ষ্য রিপুর রিপ্ঢ রূঢ রদ ঘর্ষণ ॥
রশ্মিনাই রাত্রি প্রভুর রোষে রহন।
রুদ্ধ রাশীকৃত রবে রহিত বসন ॥
রসহীন রসনা রোম জন্যে রুদিত।
রৌরবে রৌরবীগণ রকারে ব্যথিত ॥
রাখ রক্ষক রোদসের রুক রাজন।
রোধরত রথ অনবরত রড়ন ॥
রেতজা রাশী ন্যায় রোধ্রে হই রহিত।
রক্তাক্ত তব রথের রিঙ্খণ রুচিত ॥
রাঙ্গা চরণামৃত রসনায় রসন।
রবেনা পাপ রবেনা তাঁর রোষ মন ॥
রেণুতে রুহ শেষে রুদ্র ভূতে রক্ষিত।
রত্নসুতে যাবৎ রাখ না হও রুষিত ॥

অষ্ট বিংশতি সর্গ লকার।

ল, (পুং) ইন্দ্র; শক্র; দেবরাজ।

লউ ল লোক্ত দর্শাইয়া লোক উপর।
লণ্ড ভণ্ড লোকে করে শেষে লোকান্তর ॥
লোকেশ্বর হৈয়া লোক যাত্রায় লাঘব।
লোক হইয়া লোকমাঝে লোকার্থে সব ॥

লোকের লোকাপবাদ লালদিল লপনে।
লাঞ্ছিত লজ্জা লাঠিয়া বুকে লট কনে॥
লোকনাথ লগ্নক হেতু পিতৃ লষিত।
লোহ দিয়া লোক রক্ষা করেছ ললিত॥
লোচন হীনে লোচন লেংড়াকে চলন।
লোকান্তর লাজারের লাসকে উঠন॥
লষণীয় খ্রীষ্ট লঞ্জের লোহ লীঢ়ন।
লেহ্য লেহ লগড় যেশুর লোহ জীবন॥
লহ লোক বাসি লোক লহ মম মন।
লাস যাবে বিলাস পাবে নাহি লঞ্জন॥

উনত্রিংশৎ সর্গ বকার।

বিচিত্র বদন্য বপিল স্বর্গ রাজন।
বণীক বর্ব্বরে দেহ বয়ুন বোধন॥
বিলোপকর বিনীয় ব্যথিত অন্তর।
বিপত্তারক আমি ব্যাকুলাত্মায় কাতর॥
বিপদে বাঁচাও দাসে বিশ্বাস ব্রতকরি।
বিদীর্ণ বেপন হৈল ক্রুশে কালবরি॥

ত্রিংশৎ সর্গ শকার ;

শ, (স্ত্রীং) কল্যাণ ; শুভ ; (পুং) শিব ; শস্ত্র।

শকারের শুভ সম্বাদ শ্রদ্ধায় শ্রয়ণ।
শ্রীপতি যেশুর শ্রিত জনের শোভন ॥
শস্ত চাহ যদি শৃঙ্গিণ শৃঙ্গণী গণ।
শ্রদ্ধায় করহ শ্রদ্ধা পাবে শ্রদ্ধা মন ॥
শরণ্যের শরণাগত ও শুশ্রূষণ।
শুদ্ধ আত্মা পাবে শান্তনা পুনঃ শোধন ॥
শোণিত শ্রদ্ধায় পানে শুচি হবে মন।
শাপ যাবে শোক না রবে শান্তি মোচন ॥
শয়থ হবে শয্যা শুভঙ্কর শিতান।
শ্বাসহেতি পরে শত ধৃতিতে উত্থান ॥
শৃঙ্গিণ শাবক যেশু ঈশ্বরের হন।
শবপ্রায় শাবর হৃক্ত জন্যে শমন ॥
শয়তানের শিরঃ ভগ্ন ত্রিশূলে শূলন।
শ্বস্তন দিনে শাদে শাদ শব শয়ন ॥
শ্বাস রোধ শব রোধ রবে না শ্বসন।
শূকর ও শ্বান তুল্য শ্রদ্ধাহীন গণ ॥
শাস্তার শাসনে শাল্মলিতে ক্ষেপণ।
শ্লক্ষ যেশু ত্রিশূলের শ্লাঘা শ্রী শ্রবণ ॥

শ্রোতা বক্তা শক্রু ভাবে শক্তিতে শরণ।
শ্রীযেশুর শক্তির শ্লাঘা করে বর্ণন ॥
শ্রুতি বর্জ্জিত কে দিয়া শ্রোত্রে শ্রুতিদান।
শ্রোণকে পদ শবকে শ্মশানে উত্থান ॥
শুচি শৃঙ্গিণ যেশু শরণীতে গমন।
শ্রেণিবদ্ধ শোভা শোভনীয় কি শোভন ॥
শান্বিত সবে শান্তমতি শান্ত মনন।
শ্বাস রহিতে বিশ্বাস যেশুর চরণ ॥
শ্বাস রোধ হবে শাড় ফুরাবে তখন।
শমক বন্ধুর শান্তি পান শুচি গণ ॥

একত্রিংশৎ সর্গ ষকার।

ষ, (পুং) কেশ ; মনুষ্য ; (বিং) বিজ্ঞ ; শ্রেষ্ঠ।

ষকার ষটকর্ম্মার ষড়ঙ্গে প্রহার।
ষহ সানু যেশু ষড়ঙ্গজিৎ ষকার ॥
ষহসানুতে শরীর দেন ঐ ষকার।
ষড়রিপু করায় ষড়ধা ব্যবহার ॥
ষড়বক্তু ষড়বিন্দু ষড়ভুজা দেবী।
ষষ্ঠী ষষ্ঠীকা ষোড়শী ওকঙ্কাও ভাবী ॥
ষোড়শ ভুজা ষড়ানন ষিড়্গ দেবেরা।
ষোড়শাঙ্গ ষোড়শোপচার চাহে তারা ॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গ সকার।

স, (পুং) শিব; বিষ্ণু; বায়ু; সর্প।

সকার সাকার সহিত সকার সর্প।
সকার সরূপ সঞ্চুৎ সদা সঙ্গে দর্প॥
সঞ্চুৎ সবিত্রীরে ফল স্বদনে সংহার।
সেই স্বীয়মতে সর্ব্বে ভজায় স্বাকার॥
সনাতন সুমঙ্গল বিবলস্ বার্ত্তা।
সিন্ধুশয়ন সদাত্মা ও স্বয়ম্ভু কর্ত্তা॥
সৃষ্টিকালে স্রষ্টার সুত হইতে সৃষ্টি।
সর্ব্ব স্বামীর সর্ব্ব সৃষ্টিতে হৈল তুষ্টি॥
সৃজন সুরম্য সুত সাদরে সমীক্ষণ।
সপ্তদিনে শ্রম শান্তি ও স্বস্তি বচন॥
শাপার্থে এদনে হইল শাপ স্রষ্টার।
সস্ত্রীক শাপ স্বাপদ স্রংসন সবার॥
স্রষ্টা সর্ব্ব জননীরে করি সম্ভাষণ।
সভে পুনঃ স্বস্তি পাবে সচিব স্থাপন॥
স্বয়ম্ভু সম্মাতুর স্ত্রী বংশেতে হইবে।
সর্প বংশে স্ত্রীবংশে সদা বৈরিতা রবে॥
সতী গর্ভে স্বামী ছাড়া সদাত্মার সৃজন।
সমর্দ্ধক সার্থক স্বস্তি দিতে সমীক্ষণ॥

স্বষ্ট পুরুষাবধি সমানোদক যথা।
সকল ইস্রায়েলির ইব্রাহীম পিতা॥
সেই জনকের সমানোদক সময়।
সস্ত্রীক স্বন দত্তা ঐ বংশেতে উভয়॥
সেই নেরি গর্ব্বে সর্ব্বলোকে সমুদ্ধার।
সগর্দ্ধকের স্নেহে আঃ স্বয়ম্ভু সাকার।
স্বর্গ ভুক্তে স্বস্তি সহিত স্রষ্টা সাগর।
সন্তসে সূর যেশু ও জীবনাকর॥
স্তন পান্তে সোমন্ত কালে সুধা সুধীর।
সং সিদ্ধি সদা তাঁর সুমতি মহাবীর॥
সাধ সদাই সর্ব্বে সাধু হয় সংসার।
সটীক সজ্জন সবে না হয় সংহার॥
সদেশীয় শীঘ্র সহসা স্বীকার যেশু।
সস্তি পাবে সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয় সত্রি আশু।
স্বয়ং কৃত সংকাচ় সর্ব্ব পাপ সংহার।
সয়ম্ভু যেশু স্রষ্টা সমক্ষ সমুদ্ধার॥
সম্ভুষিত সর্ব্বদেশে সুমঙ্গল স্বন।
সৌবস্তিক সরিল স হস্তে সম্বোধন॥
স্তনপ কর স্বীয় সেবকে সনাতন।
সর্ব্ব সহাতে সর্ব্বসহ স ক্রশে আসন

স্তেন স সঙ্কাশ সমুত্থান সংজ্ঞপন।
সংহারে সংসার সমুদ্ধার সমাপন॥
সানুমান কালবরি সন্ধ্যা রাগ সব।
সাধু সতী সতীর্থ দেখে রুধির শব॥
সমীক্ষণে সজ্জতলে করে স্তোত্র গান।
সত্য শ্রদ্ধায় শ্রুত শোণিত করে পান॥
সংসারে ক্রুশ সমুদ্গা স্রক মনে কর।
সংশ্রয় পাবে সংশয় যাবে সমুদ্ধার॥
সেই সাধু মাত্র সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব জীবন।
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজিৎ সর্ব্বব্যাপি স্বাধীন॥
সর্ব্বশক্তি তাঁহায় স্বর্গ ওভূ রাজন।
সুর পুরীর সুপন্থা যেশুই সোপান॥
সানুকূল হও সেথুয়া সরল সাথী।
সাথে সাথে সাথী হও সাধি হও সাথী॥
স্বেদ শোণিত স্রস্ত তব শরীরে সরি।
সুদণ্ডে দণ্ড সেনা সমিক পার্শ্বে মারি॥
সলিল শোণিত স্রোত বহে মোক্ষ বারি।
সার্থক হইল শব যজ্ঞ শাপ হারি॥
সত্বর হে সমল লৌহবৎ সাথী হও।
স্পর্শমণি যেশু বিশ্বাসে স্পর্শিতে যাও॥

স্পর্শেতে সুবর্ণ হবে সংশুদ্ধি শরীর।
সতীর্থ সবে সত্যধন হবে সুধীর॥
সাশ্রু লোচনে সান্তরে সাদরে সাধনা।
সাধ সিদ্ধি হবে স্বৈর শীঘ্র ও সান্ত্বনা॥
সাধি সাধুরা দেহ সাধের স্রক তাঁরে।
সেধে সাধ সার্থক সাজাব সাধ হারে॥

ত্রয়ঃত্রিংশৎ সর্গ হকার।

হ, (পুং) সম্বোধন; কুৎসা; শিব; জল; শূন্য; ঘোটক; ভয়; বিষ্ণু; যুদ্ধ।

হকারে হকারপানে হুঙ্কার পাই হে।
হকারের হত প্রভরা হ করে হে॥
হে যেশু হতভাগ্য হীনার্থে হ হইতে।
হ হকারে প্রায়শ্চিত্ত হ হ ঝরাইতে॥
হা হা হর্ত্তা কর্ত্তার হেড়ঙ্গ হবনায়।
হেয় হীন হেয় জ্ঞান করিলো হেথায়॥
হতলজ্জ হিংসক যু হয়ে পুনঃ চায়।
হ্রস্ব বেশে হ্রাস হইলা হেঁট মাথায়॥
হনুতে হস্তাঘাৎ হন্তাদর হীন হাতে।
হন্তারা হিংসায় মারে হাত্র সর্ব্বগাতে॥

হেমন্তে হিমেতে হয় শালায় হিতক।
হিংগীয়া কণ্টক টুপি শিরে দেয় হিংসক ॥
হা হাকার দাস দাসীগণ হা হা করে।
হস্তে পদে প্রেক হাতড়ীর ঘা হ ঝরে ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা রাজা মম হোতা ক্রুশোপরে।
হৃদয়ে হস্তাঘাত অবলা নরা ও নরে ॥
হর্ত্তা পাপহারী ক্রোধ হবাংশে হবন।
হত হুল হানি ক্রোধ হুঙ্কারে হনন ॥
হবনী কালবরি ক্রুশ হব্য হ মাস।
হৃদয় হুঙ্কারে তাতে দিয়া আশ্বাস ॥
হাঁটু গাড়ি হৃদয়েশ হৃদয়েশা গণ।
হৃৎকম্পে হন্তা ক্রুশ হৃদয়ঙ্গম মনঃ ॥
হোম নরমেধ হেমমালী অপ্রকাশ।
হরনেত্রদিনে হর্ম্মুট বারে প্রকাশ ॥
হেরিলাম শ্রীযেশু হৃষ্টচিত্তে হেরণ।
হলা হৈল উজ্জ্বলা ত্রাণ হলা সেবন ॥

চতুঃত্রিংশৎ সর্গ ক্ষকার।

ক্ষ, (পুং) রাক্ষস; বিদ্যুৎ; ক্ষেত্র; ক্ষেত্রপাল; নৃসিংহাবতার।

ক্ষকার নাশিতে ক্ষিতিতে ক্ষেমঙ্কর।
ক্ষম যেশু ক্ষমাবান ক্ষীণে ক্ষেমকর ॥

ক্ষমতা হীন এ ক্ষেত্রে ক্ষণধ্বংসী ক্ষত্র।
ক্ষিতি কণে এ ক্ষত্র নির্ম্মিত ক্ষণ মাত্র॥
ক্ষিতিপালের ক্ষিতিপতি ক্ষৌণি রচক।
ক্ষতজ দিয়া ক্ষমতাতে ক্ষিপ্ত নরক॥
ক্ষুং রহিত ক্ষীরাদ ক্ষুণ্ণ এ ক্ষমাতলে।
ক্ষিরাদ করিতে পুনঃ ক্ষয় ক্ষিতিতলে॥
ক্ষিতি নর ক্ষমা পাবে ক্ষিপক খ তলে।
ক্ষমতাতে ক্ষিপ্র উঠিলেন মহাবলে॥
ক্ষুধাতুর ক্ষীণে দেহ ক্ষরিত ক্ষতজ।
ক্ষালনে ক্ষিপ্ত হবে প্রাণ পানে ক্ষতজ॥
ক্ষেদ ক্ষান্ত ক্ষিপ্র কর ক্ষণার্দ্ধ ক্ষেপণে।
ক্ষেত্র ক্ষেপণে ক্ষোভ পাই হে ক্ষুব্ধমনে॥

সঙ্কেত—জ্ঞাপন।

পুং-পুংলিঙ্গ, স্ত্রীং-স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীং-ক্লীবলিঙ্গ, ক্রিং বিং-ক্রিয়াবিশেষণ, বিং-বিশেষণ, সং-সর্ব্ব-নাম, ক্রিং-ক্রিয়াপদ, অং-অব্যয়।

অভিধান।

অনাদি,-আদি রহিত।

অচ্যুত,-অক্ষয়; অমর।

অকল,-জ্ঞান; বুদ্ধি।

অপশুক,-আত্মা; জীব।

অসীম,- অনন্ত; অশেষ।

অন্নদ,-প্রতিপালক।

অদ্রি,-পর্ব্বত; সূর্য্য।

অধিপতি,-কর্ত্তা; প্রভু।

অভ্রক,-মেঘ; আকাশ।

অব্ধিকীলা,-ভূ; পৃথিবী।

যিহূদাদেশ,-ত্রাণকর্ত্তার অবতীর্ণদেশ।

অধঃ-নীচে; তলে।

অঘ্ন-ব্রহ্ম; অবধ্য।

অবনতি-প্রণাম।

অর্থনা-প্রার্থনা।

অঙ্গজ-তনয়; পুত্র।

অভ্যর্থনা-প্রার্থনা।

অগোচর,-অপ্রত্যক্ষ; ঈশ্বর

অনন্ত,-অশেষ; নিত্য।

অখিল,-সকল; সমুদায়।

অচিন্ত্য,-চিন্তা রহিত।

অদ্ভুত-আশ্চর্য্য; অপূর্ব্ব।

অনুগ্রাহক,-দয়াবান।

অনুপম,-অতুল্য।

অবস্থান -তিষ্ঠা; স্থিতি।

অগ,-বৃক্ষ; পর্ব্বত।

অপাংপতি,-সমুদ্র।

অক,-বক্রগতি ক।

অম্বর,-আকাশ।

অধিষ্ঠাতা-অবস্থিতিকারী।

অষ্টাঙ্গ-আট অঙ্গ।

অস্মদ্-আমি; আমরা।

অদ্বয়-এক।

অর্চনা-পূজা।

অঘোর-মহাদেব।

অবাক-বাক্য রহিত। অচিৎ-অচেতন।
অঘ-পাপ। অধমর্ণ-ঋণি; দেনাক্রান্ত।
অপরা-পশ্চিম দিক। অর্ব্বাণ-শিশু।
অদ্ধা-যথার্থ পথ। অতিদান-অপরিমিত দান।
অসৃগ্ধারা-রক্তধারা। অভিষিক্ত-বিধিমতে নিযুক্ত।
অগতি-আশ্রয় হীন। অবহনন-দলন; মর্দ্দন।
অপীব্য অতিসুন্দর; সুশ্রী। অসৃক-রক্ত; শোণিত।
অংঘ্রি-পদ; চরণ। অর্হ-যোগ্য; উপযুক্ত।

আস্তিক-বিশ্বস্ত; প্রত্যয়িত। আবেদন-নিবেদন; অভিযোগ
আগস-পাপ; অপরাধ। আদিম-আদ্য; প্রথমজাত।
আদম-বীজপুরুষ। আত্মা-অমর; ঈশ্বরপিতা।
আক্রোশ-ক্রোধ। আরাতি-শত্রু; অরী; বিপক্ষ।
আশীবিষ-সর্প; অহি। আর্ত্তনাদ-ক্লেশ জন্য চিৎকার।
আশুশুক্ষণি-অগ্নি; বহ্নি। আসিদ্ধ-অবরুদ্ধ; কয়েদি।
আশু-শীঘ্র; দ্রুত। আভীল-কষ্ট; ক্লেশ; কৃচ্ছ্র।
আহুতি-ঈশ্বরোদ্দেশে হবিক্ষেপ। আস্য-মুখ; বদন।
আঘোষণ-প্রচারণ; ঘোষণা।
আর্ত্বিজ্য-পুরোহিত। আত্মজ-পুত্র; সন্তান।
আমোদন-আনন্দ জনন। আক্ষেপ খেদ; মনস্তাপ।
আলোকন-দর্শন; দেখন।

ইকার-খেদ, মনস্তাপ। ইদানীং-এই সময়; এই কালে।
ইলিকা-পৃথিবী; ধরণী। ইন্দ্রিয়-মুখ; হস্ত ইত্যাদি।
ইতস্ততঃ-অত্রতত্র; ইষ্টং-উপদেষ্টা; উপদেশক।
ইষ্টু-ইচ্ছা; বাঞ্ছা। ইদং-পুরোবর্ত্তি; সম্মুখস্থবস্তু।
ইন-সূর্য্য; প্রভু; ইজ্যা-দান, যাগ; যজ্ঞ।
ইষ্টি-অভিলাষ; যাগ।

ঈ-বিষাদ; ক্রোধাদি; বোধক।
ঈক্ষণ-অবলোকন; দর্শন। ঈষৎ-অল্প; মনাক; লেশ।
ঈপ্সিত-বাঞ্ছিত। ঈড়া-স্তুতা; স্তবনীয়;
ঈড়া-স্তুতি; স্তব। ঈক্ষক-দর্শ; অবলোকন কর্ত্তা।

উল্লঙ্ঘন-অতিক্রমণ। উপদেষ্টা-উপদেশ কর্ত্তা।
উদাহরণ-দৃষ্টান্ত। উচ্ছন্ন নষ্ট; ছন্ন; ছিন্ন ভিন্ন।
উদার-দাতা; মহৎ। উচ্চমনাঃ-সদন্তঃকরণ; মহাশয়।
উদারাখ্যা-মহৎনাম। উরণ-মেষ; ভেড়া; মেঘ।
উদধিমেখলা-পৃথিবী। উর্ব্বীশ্বর-জগৎকর্ত্তা; প্রভু।
উবন-প্রস্থান; অন্তর্ধান উধার-ঋণ; ধার; কর্জ্জ।
উত্তোলক-উদ্ধারক; উদয়ন-প্রকাশ হওন।
উড়ুপথ-গগন; আকাশ। উষ্ণাংশু-সূর্য্য; রবি ভানু।
উদ্দীপন-প্রকাশন; তাপন। উচ্চৈর্ঘুষ্ট-ঘোষণা; রটনা।
উদীরণ-কথন; উচ্চারণ। উৎস-উনুই; প্রস্রবণ; নির্ঝর।
উদ-জল। উদক; বারি উৎপ্লবন; উল্লম্ফন; লাফান।
উদন্যা-পিপাসা; তৃষ্ণা। উৎপাদক-জনক; উৎপত্তিকারী

উপান্তে নিকটে ; সমীপে। উৎসঙ্গ-ক্রোড় ; কোল ;
উজ্জমনঃ সরল মনঃ। উরচ্ছদ-কবচ ; মাদুলী।
উশী-বাঞ্ছা ; স্পৃহা। উত্ত্রাস-ভয় ; শঙ্কা।
উদ্গীত-উচ্চৈঃস্বরে গীত। উজ্জৃম্ভ-প্রফুল্ল ; বিকসিত।
উপজাত-উপার্জ্জিত। উদয়াস্ত-প্রভাতাবধিসন্ধ্যাপর্য্যন্ত
উদ্দ্যোত-আলোক। উত্তরসাধক-সহায় ; সহকারী।
উপসন্ন-উপস্থিত। উপেক্ষা-অস্বীকার ; ত্যাগ।
উপাসক-উপাসনাকর্ত্তা। উষর্ব্বুধ-অগ্নি ; অনল।
উগ্রচণ্ডা-ভগবতী ; দেবী। উগ্রশেখরা-গঙ্গা ; জাহ্নবী।
উমাপতি শিব ; শঙ্কর। উমাসুত-কার্ত্তিকেয় ; কুমার।
উরুগায়-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু। উপেন্দ্রদেব-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু।
উর্ব্বশী-স্বর্গবেশ্যা। উরগ-সর্প ; অহি।
উডুপতি চন্দ্র ; শশধর। উপচার-উপকরণ ; সেবা।
উদর্চ্চি-অগ্নি ; শিব। উপতপ্ত-সন্তাপিত ; খেদিত
উকার-চন্দ্র।

ঊররী-অঙ্গিকার ; স্বীকার। ঊন-হীন ; ন্যূন ; অল্প।
ঊনবুক-ভীত ; অসাহসী। ঊর্জ্জস্বল-অতিশয় বলবান।
ঊর্জ্জস্বী তেজস্বী ; বলবান। ঊর্জ্জ-উগ্র ; মহাশক্তি।
ঊরী-অঙ্গিকার ; প্রতিশ্রুত।

ঋজু-সরল ; সোজা। ঋণমৎকুণ-প্রতিভূ ; জামিন।
ঋত-সত্য ; যথার্থ ; ঋত্বিক-পুরোহিত ; যাজক।
ঋণমার্গণ-প্রতিভূ ; লগ্নক। ঋক্থ-ধন।

ঋণ ধার ; দেনা। ঋভুক্ষা স্বর্গ ; বজ্র ; ইন্দ্র।
ঋক্ষ ভালুক ; ভল্লুক। ঋষ্টি-গ্রহদোষ ; অনিষ্ট।
ঋকার-স্বর্গের নাম ; স্বর্গ।
ঌকার বেদ ; ঌ বেদের নাম। ৡ কার ; দৈবের মাতা।

একার ; এই ; নিকটবর্ত্তি। একত্তম-অনেকের মধ্যে এক।
একপদী-বর্ত্ম ; পন্থা ; পথ। এতর্হি-এইকালে ; এখন।
একেশ্বর-স্বাধীন ; একপ্রভু। এদ-এই ; এতদ।
এনস-পাপ ; অপরাধ। এতদঙ্গে এইঅঙ্গে ; এইশরীরে
একাদশের একাঙ্গ যেমন একযোনি-সহোদর ভ্রাতা।
শিষ্যের ১২ মধ্যে ১১ উত্তম এ অঙ্গে।
এড়ক-মেষ ; ভেড়া। এষণ-লৌহময় বাণ।
একান্ত-নিতান্ত ; অবশ্য। একাধিপতি একপ্রভু ; সম্রাট
ঐহিক-ইহভব ; ইহকাল। ঐন্দ্রিয়ক-প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বর ; সম্পত্তি। ঐন্দ্রজালিক-মায়িক ; বাজিকর
ঐশিক-ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঐশ। ঐমাধুর্য্য-ঐমিষ্টতা।
ঐরি-শত্রু, অরি। ঐছায়াবৎ-ঐদাত্মারতুল্য সদা
ঐপশ্চাৎ ঐপাছে। অনুগত।

ওকার-পুরোবর্ত্তি এবং। ওজস-বল ; সামর্থ ; তেজঃ।
ওকঃ-স্থান ; আশ্রয়। ওষ্ঠাগত-প্রাণসংশয় ; প্রাণান্ত।
ওঝা-বিষবৈদ্য ; অহিতুণ্ডিক। ওতপ্রোত ; উল্টা পাল্টা।
ওঝালি বিষবৈদ্যের কর্ম্ম। ওরম্বা-লম্পট ; নির্ব্বোধ।

ওঁ-বিষ্ণু ; মহাদেব ; ব্রহ্মা। ঔষণ-কটুরস ; ঝাল।
অ উ ম। ঔঙ্কার-উঙ্কার, লাঙ্গল।

ঔদ্ধত্য-পরগুণাসহিষ্ণুতা ঔচ্চ-উর্দ্ধতা ; উচ্চত ; উন্নতি।
ঔৎকর্ষ্য-শ্রেষ্ঠতা; উত্তমতা। ঔদার্য্য মহত্ত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; দাতৃত্ব
ঔরগ-সর্প সম্বন্ধীয়। ঔৎপাতিক-উৎপাত বিশিষ্ট।
ঔচিত্য-উপযুক্তত।। ঔবল-প্রথম, আদি ; প্রধান ;
ঔরং স্ত্রীলোক ; নর।। ঔপম-দৃষ্টান্ত ; সাদৃশ্য।
ঔপায়িক-উপায় ; সাধ্য। ঔৎকট্য কঠিনতা ; দুঃসহতা।
ঔর্ব্ব-বাড়বানল ; জলমধ্যস্থ অগ্নি।

অংশুধর-সূর্য্য, রবি ; ভানু। অংশু-কিরণ ; প্রভা ; রশ্মি।
অংহ-পাপ ; পাতক। অংস-স্কন্ধ ; কাঁধ, ভাগক।
অংশুমৎ-জ্যোতিঃহতেন্যাস। অঙ্কিত-চিহ্নিত ; কৃতাঙ্ক।
অংহ্রি স্কন্ধ গুলফ। অংশল-বলবান ; শক্তিমন্ত।
অঙ্ক-ক্রোড় ; চিহ্ন।
অঃকার-ব্রহ্ম ; প্রভু। অঃ-স্বর্গের ঈশ্বর ; আশ্চর্য।

ক—মস্তক ; আত্মা। ককার-সূর্য্য ; জল।
কন্দ মূল। কৃপয়া-দয়া পূর্ব্বক।
কলেবর-শরীর ; দেহ। কাশ্যপী-পৃথিবী।
কলুষ-পাপ ; দোষ ; অধর্ম্ম। করাল-ঘোর ; ভয়ানক।
কঠোর-কঠর ; কঠিন। কলিন্দ-সূর্য্য ; পর্ব্বতভেদ।

কলানিধি-চন্দ্র ; ইন্দু। কটকী পর্ব্বত ; শৈল।
কোমল-নরম ; মৃদু। কূর্পর ; অধীন ; কনুই।
কিরীট মুকুট ; চূড়া। কৃতান্ত যম ; অন্তক।
কালিঙ্গ-সর্প ; তরমুজ ; হস্তি। ক্রমিক-ক্রমাগত ; অবিচ্ছেদে
কীলক খোটা ; গোঁজ। ক্রতু যজ্ঞ ; পূজা ; যাগ।
ক্রম-চরণ ; আক্রমণ। কর্ষণ-আকর্ষণ ; টানন।
কিঙ্কর-দাস ; সেবক। ক্রুর-পরদ্রোহকারী ; নৃশংস।
কবল গ্রাস ; মৎস্যবিশেষ। কাচুয়া-কপটবেশধারী।
ক্রুশ-ত্রিশূলকাষ্ঠ ; দণ্ডকাষ্ঠ। কালবরি যে পর্ব্বতে যেশু
[মরেন ; পাপির আশ্রয়।
কৃতাঞ্জলি-অঞ্জলিবদ্ধ। কচি-কোমল ; নূতন ; নরম।
কষ্ট-পীড়া ; ক্লেশ ; বিপদ। কাকুতি-কাতরোক্তি ; খেদ।
কেতু-পতাকা ; নিশান। কীর্ত্তন-কথন ; গুণব্যাখ্যা।
কানন-বন ; অরণ্য ; গৃহ।

খ—আকাশ ; সূর্য্য। খগবতী পৃথিবী, ধরণী।
খ্যাত প্রসিদ্ধ ; খ্যাতিযুক্ত। খগোল-আকাশমণ্ডল।
খুল্লম-পথ ; পন্থা ; মার্গ। খারা-অকপট ; সরল।
খর্ব্ব-ক্ষুদ্র ; খাট ; ছোট। খনি-স্বর্ণাদির আকর।
খাম-স্তম্ভ ; থাম্বা। খইন-গভীর ; অগাধ।
খোর-খঞ্জ ; খোড়া ; পঙ্গু। খো-আকাঙ্ক্ষা ; বাঞ্ছা।
খ্রীষ্ট-বিধিমতে নিযুক্ত।

গকার-গণেশ ; গলস্তন ছাগ ; অজা ।
গজবদন-গণেশ ; হস্তিমুখ । গগনকুসুম-অলীক ; খপুষ্প ।
গতপ্রভ-প্রভাহীন ; অন্ধকার । গগনধ্বগ-সূর্য্য ; রবি ।
গন্ধমাতা-অবনী ; পৃথ্বী । গভস্তি-কিরণ ; রশ্মি ।
গরলী-বিষাল ; সর্প । গুলফ গোড়ালি ; গোড়মুড় ।
গুণনিধি-বহুগুণাধার । গুণকৃত-উপকারী ; দাতা ।
গড্ডলিকা-মেষ যূথ । গদগদ-আহ্লাদে কি খেদে অব্যক্ত কথন ।
গণবদ্ধ-দলভুক্ত ; সম্প্রদায়স্থ । গুরুপাপি-মহাপাপী ।
গণ্ডমূর্খ-অতিশয়মূর্খ ; অতিশয় অজ্ঞ ।
গৃহমণি-প্রদীপ ; দীপ । গণ্য-গণনার যোগ ; গণনীয় ।
গতায়ুঃ-আয়ুঃশেষ । গতার্থ-অভিপ্রায়সিদ্ধ ।
গতিবিহীন-গতিহীন । গবেষণা সন্ধান ; অন্বেষণ ।

ঘকার-ঘন্টা ; ঠনঠন । ঘনঘন-মেঘধ্বনি ।
ঘৃণি-কিরণ ; সূর্য্য ; জল । ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ ।
ঘনবীথি-মেঘশ্রেণী । ঘৃষ্ট-মর্দ্দিত ; পেষিত ।
ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ । ঘুটি-গুলফ ; গোড়ালি ।
ঘোষাণ-জ্ঞাতকরণ ; পড়ান । ঘোষণা উচ্চৈঃশব্দে প্রচার ।
ঙকার-বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব ।

চ-চন্দ্র ; চোর । চন্দ্র-শিব ; কচ্ছপ ।
চন্দ্রভেদনী-রাত্রি ; রজনী । চটুল-সুন্দর ; মনোহর ।

চন্দ্রকান্তা-রাত্রি ; রজনী। চক্‌ক-উজ্জ্বলতা ; প্রভা।
চিত্ত-মনঃ ; হৃদয়। চিত্তাসক্ত-স্নেহ ; প্রেম ; প্রণয়।
চারচক্ষুঃ-রাজা ; নৃপতি ; চিত্রোক্তি-আকাশবাণী।
চটু প্রিয়ভাষণ ; উদর। চক্ষাঃ-শিক্ষক ; উপাধ্যায়।
চিত্রকণ্ট-কপোত ; পায়রা। চিদাত্মা-জ্ঞানময় আত্মা।
চেতনেশ্বর-পরমেশ্বর। চর্ম্মজ-রক্ত ; শোণিত।
চক্রধর-বিষ্ণু ; সর্প। চরণামৃত-পাদোদক।
চারুফল দ্রাক্ষা ; আঙ্গুর। চৈতন্য-জ্ঞানজনক ; জ্ঞানাত্মক।
চ্যুত-স্খলিত ; পতিত। চক্রপাণি-শ্রীকৃষ্ণদেব।
চক্রমণ্ডলী-সর্প বিশেষ। চক্রভৃৎ-চক্রধারী ; বিষ্ণু।
চক্রী বিষ্ণু ; সর্প ; কল্কু। চণ্ডালিকা-দুর্গা ; ভগবতী।
চারুগর্ভ-শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। চরম-অন্তিম ; অবসান ; শেষ।
চণ্ডী-গৌরী ; দুর্গা। চক্রবাল দিকসমূহ ; পর্ব্বতমণ্ড [লাকার ; লোকালোক।
চক্রবান্ধব-সূর্য্য ; রবি। চটুলা-বিদ্যুৎ ; চঞ্চলা।
চমু-সৈন্যসামন্ত ; পদাতি- সমুদয় ৩৬৪৫ এতাবৎ। চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না।
চপলা-চঞ্চলা ; অস্থিরা। কিক্কুড়-বজ্র ; বাজ ; বিদ্যুৎ।
চিহ্নিত-চিহ্নযুক্ত ; অঙ্কিত।

ছ-তরল ; নির্ম্মল। ছদ্বর-গৃহ ; কুঞ্জ ; ঘর।
ছটাময়-দীপ্তিময় ; শোভান্বিত ছাঁকনি চালনী ; ঝাঁঝরি।
ছাঁদন-বাধন ; বাঁধা। ছুপন-আক্রমণ ; ধারণ।

ছুমণ্ড-পিতৃহীন বালক। ছেপ-থুথু ; নিষ্ঠীবন।
ছুড়-বড়শী ; ক্ষতচিহ্ন। ছত্রভঙ্গ-নৃপনাশ ; অরাজক।
ছেদিক্ক-বেত্র ; বেত।

জয়-শত্রু পরাভব করণ।
জীবাধান-জীবনদান। জীবন-প্রাণ ; ধারণ।
জল্লাদ-হত্যাকারী। জগতীধর-পর্ব্বত ; ভূধর।
জীবনাকর-গজাল ; প্রেক। জলই-গজাল ; প্রেক।
জীয়ান-জীবন দানকরণ। জনপদ-বসতি স্থান ; দেশ।
জুতল-সুগঠন ; সুন্দর। জগদীশ জগতের কর্ত্তা।
জনবল্লভ-সর্ব্বপ্রিয়। জীতেন্দ্রিয়-বশীকৃত ইন্দ্রিয়।
জজ-যোদ্ধা ; লড়াক। জম্পতী দম্পতী ; জায়াপতী।
জীবনান্ত-জীবন অন্ত। জ্যোতিঃ-নক্ষত্র ; প্রকাশ।
জলধর-মেঘ ; মুস্তক। জগদযোনি-জগতের উৎপাদক।
জনান্তিক-অপ্রকাশ। জঙ্গপুগ-কলুষ ; পাপ ; টাকা।
জনাশন-নেকড়েবাঘ। জম্ভভেদী-ইন্দ্র ; দেবরাজ।

ঝ-ঝঞ্ঝাবাত ; বৃহস্পতি। ঝকার-দৈত্যপতি ; নিদ্রিত।
ঝল্ক-তরঙ্গপাত। ঝটিতি-দ্রুত ; শীঘ্র ; ত্বরিত।
ঝড়কন-ভর্ৎসন ; ধমকান। ঝামরণ-কাপন, ক্ষরণ।
ঝাপসা-দৃষ্টির অন্যথা। ঝলঝল-দীপ্তিমান ; উজ্জ্বল।
ঝণ্ড-সমূহ ; যূথ ; ব্যূহ। ঝর্ঝর-জলাদির পতন শব্দ।
ঝল্লকণ্ঠ-কপোত ; পায়রা। ঝাঁঝরা-বহুছিদ্রান্বিত।

ঝঞ্ঝা-ঝড়ঝড়। ঝম্প-পতন ; লাফান ; লম্ফ।

ঝাঁকন-আক্রমণ ; হেলন।

ঞ—শুক্র, ষণ্ড ; যোগী। ঞকার-ব্যঞ্জনের দশমবর্ণ।

টকার—শব্দ ; বামন। টণ্ডাই-বিবাদ ; কলহ।

টার-গৃহ ; বাটী ; ঘর। টঙ্কার-বিস্ময় ; প্রসিদ্ধ।

টেরচা-একপেশে। টের জ্ঞান ; সন্ধান ; প্রাপ্ত।

টহলান-ভ্রমণ। টোপর-মুকুট ; মস্তকাবরণবস্ত্র।

টেটা লৌহময়অস্ত্রবিশেষ। টোকর-আঘাত ; চোট ; টক্কর।

টক্‌টক-রক্তবর্ণ ; লাল রং। টঙ্কন চিহ্নকরণ ; অঙ্ক।

টেটক-নীচ ; অধম। টনক-কঠিন ; হঠাৎ স্মরণ।

টোকক-কুৎসাবাদী। টিট টিটকার ; উচ্চধ্বনি ; নিন্দা।

টট্টুব ভেরীশব্দ ; ঢেড়ারাধ্বনি।

ঠ—প্রতিমা ; মহাধ্বনি। ঠকার-শিব ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু।

ঠক্কুর-ঠাকুর ; দেবগণ। ঠেলন ঠেলন ; অমান্যকরণ।

ঠৌর-ঐশ্বর্য্য ; চৈতন্য। ঠেস-অবলম্বন ; আশ্রয়।

ঠকঠকীতে-বিপদেতে ; দায়েতে।

ড-শিব ; শব্দ ; ধ্বনি। ডকার-ত্রাস ; বাড়বাগ্নি ; বাদ্য

ডম্বর-ভয়ে পলায়ন। ডমরু-চমৎকার ; ডমরুবাদ্য।

ডয়ন-নভোগতি। ডাকা-দস্যু ; সাহসী ; ডাকাত

ডহর গহ্বর ; নিম্নস্থান। ডঙ্কা-বাদ্যবিশেষ।

ডুক্‌রণে-মনস্তাপ ; খেদ। ডিম্ভক-বালক ; শিশু ;
ডিম্ভ মুখ ; অজ্ঞ ; শিশু। ডলন-মর্দ্দন ; পেষণ ; ঘর্ষণ।

ঢ—টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ঢকার-ঢক্কা ; কুক্কুর ; ঢাক।
ঢুণ্ঢি-গণেশ ; হেরম্ব। ঢক্কারী-দুর্গা ; দেবী।
ঢপ মূর্ত্তি ; ধারী ; ঢলন। ঢঙ্গ-খল ; শঠ ; ছলবেশ।
ঢুন্ঢন-অন্বেষণ ; খোঁজন। ঢলা কৃশ ; শুষ্ক ; ম্লান।
ঢেণ্ডা-লোকসমূহ। ঢসন ভগ্নহস্ত ; নিঃসম্বল।

ণ-জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব। ণকার-জল , দান , গ্রীহ্নাগা ;
ণকারালঙ্কার-জ্ঞানালঙ্কার।

ত্বং-তুমি। ত্রাতা রক্ষাকর্ত্তা ; রক্ষক।
ত্বৎ-ভিন্ন , পৃথক। তনু-শরীর ; দেহ ; সূক্ষ্ম।
ত্রয়-তিন ; ত্রিসংখ্যারূপ। তীর্ণ-উত্তীর্ণ ; অভিভূত।
তক্ষা-সূত্রধর ; ছুতার। ত্রিবিষ্টপ স্বর্গ ; সুরলোক।
তাতার-পিতার। ত্রিকালজ্ঞ-যে তিনকাল জানে ;
ত্রবীয়-স্বর্গ ; সমুদ্র ; স্বর্ণ। তর্ণ বৎস ; শিশু ; শাবক।
তুণ্ডে-বদনে ; মুখে। তীক্ষ্ণ-খর ; উষ্ণ ; উগ্র ; প্রজ্ঞ
তান-গানাঙ্গ ; বিশেষ। লৌহ ; যুদ্ধ ; শীঘ্র।
তিমির-অন্ধকার ; অজ্ঞান। তর্ণি-সূর্য্য ; ভানু ; রবি।
তপন-সূর্য্য ; গ্রীষ্ম ; দাহ ; তলোদরী-ভার্য্যা ; স্ত্রী।
নরক। তনয়-সন্তান ; আত্মজ ; সুত।

দ-ভার্য্যা; অচল; দাতা।

দণ্ডদাতা-শাসন কর্ত্তা; শাস্তা; রাজা; বিচারক।

দ্বয়-দুই; উভয়, যুগ্ম।

দর্শান-দেখান, দর্শন করান; প্রকাশন।

দ্রুমনখ-কণ্টক কাঁটা।

দুর্দান্ত-দুর্জ্জন; দুরাত্মা উপদ্রবী; অবাধ্য।

দারুণ-ভয়ানক; কঠিন অসহ্য।

দদন-দান; বিতরণ।

দানসৌণ্ড-অতিশয় দাতা; বদান্যতা।

দ্যো-স্বর্গ; সুরলোক।

দুর্ব্বল-কৃশ; অশক্ত অসমর্থ; বলহীন।

দ্বেষ-হিংসা; শত্রুতা, বিরোধ।

দকার-দান, ভাগ করণ।

দারা-স্ত্রী; ভার্য্যা; পত্নী।

দরিত-ভীত; ত্রাসিত; শঙ্কিত,

দণ্ডধর-রাজা; ভূপতি, যম।

দক-জল; সলিল, বারি।

দণ্ডনায়ক-সেনাপতি; সেনানী।

দর্দ্দুর-পর্ব্বত; গিরি; ঈষদ্ভগ্ন;

দণ্ডকাষ্ঠ-ফাঁসিকাষ্ঠ. ক্রুশকাষ্ঠ।

দেহান্তে-পঞ্চত্ব; তনুত্যাগে।

দিবৌকা-চাতকপক্ষি; দেবতা।

দৃকপাত-অবলোকন; দৃষ্টিপাত।

দীননাথ-দরিদ্রপালক; দীনরক্ষক

দীন-দরিদ্র; দুঃখি; ম্লান;

দৃষ্টান্ত-উদাহরণ; উপমা।

দুর্দ্দিন-মন্দদিন; ঝড়; বাদল; বিপৎকাল।

দুর্গতি-ক্লেশ; দুরবস্থা; দরিদ্রতা

দূষ্য-নিন্দনীয়; দূষণীয়; বস্ত্র।

দান্ত-সুশাসিত; বশীভূত।

ধ-ধন।

ধকার-ধর্ম্ম; ব্রহ্ম; কুবের।

ধীন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়; মনশ্চক্ষুঃ।

ধ্যান-চিন্তন; ভাবন; যোগ

ধ্বান্ত-অন্ধকার; তমঃ।

ধৃষ্ণি-কিরণ; রশ্মি; দীপ্তি।

ধন্দা-ভ্রান্তিভ্রম; অজ্ঞতা; ভ্রম।

ধূম্রলোচন-কপোত; পায়রা।

ধৈর্য্য-স্থিরতা; ক্ষমা; সহিষ্ণুতা।

ধরণী-অবনী, পৃথিবী।

ধাম-গৃহ, বসতি স্থান; দেশ, প্রভা; আলো।

ধড়-দেহ, কায়; শরীর।

ধন্য-কৃতকর্ম্মা; সাধু; ভাগ্যবান, পুণ্যবান।

ধ্বংসক-নাশ কর্ত্তা; বিনাশক; হিংসক।

ধাওন-ধাবন; দৌড়ন।

ধারাঙ্গ-তীর্থ; খড়্গ।

ধর্ম্মময়-ধর্ম্মময়; স্বভাবসৃষ্ট সৎ।

ধাবন-বেগে গমন; দৌড়ন।

ধী-মতি; জ্ঞান; বুদ্ধি।

ধীর-পণ্ডিত; ধৈর্য্যান্বিত; অচঞ্চল; প্রাজ্ঞ।

ধারণ-গ্রহণ; অবলম্বন; রাখন; ঋণ গ্রহণ।

ধরিত্রী-পৃথিবী; অবনী, পৃথ্বী।

ধরা-পৃথিবী; গর্ভাশয়; মেদ; ধৃত; রক্ষিত।

ধার-দেনা; ঋণ; জলধারা।

ধ্বংস-নাশ, ভ্রংশ; হনন।

ধ্বনি-নাদ; শব্দ; রব, বাক্য বিশেষ।

ন প্রশংসা, নহে, নিষেধ; নকার-বোধক; গণেশ, বন্ধন, রণ। দান।

নাগ-সর্প; রং; রাং; হস্তী, সীস, নাগকেশর ফুল।

নিটল-কপাল; ভাল।

নিগড়-বেড়ী; লৌহ নির্ম্মিত শৃঙ্খল।

নিস্ত্রিংশ-খড়্গ; অসি; নিষ্ঠুর।

নাশী-নাশ বিশিষ্ট; নষ্টকারক, ছিদ্র রোধ করণ।

নভাক-তমঃ, অন্ধকার; তিমির।

নফর-ভৃত্য; সেবক; চাকর।

নিষেধ নিবারণ, বারণ, মানাকরণ

নাশ্য-নষ্ট করিবার যোগ্য; বিনশ্বর, অনিত্য।

নরী-নরজাতীয়স্ত্রী; নারী, অবলা।

নগ-বৃক্ষ; পর্ব্বত; অচল।

নেত্র-চক্ষু; নয়ন; অক্ষি।

নিদেশ-আজ্ঞা; আদেশ; অনুমতি।

নির্ঘাত-বাতাসের অভিহত হইয়া, যে শব্দ হয়, মহাশব্দ বজ্রাঘাত

নিরঞ্জন-বিসর্জ্জন, ত্যাগ, নির্ম্মল; নিষ্কলঙ্ক।

নশ্বর-নাশ্য; ধ্বংসযোগ্য, অস্থায়ী।

নিরন্তর-নিবিড়, ঘন, অনবরত; অবিচ্ছেদ; সর্ব্বদা।

নির্ব্বাসন-দূরীকরণ, নগরাদিহইতে বাহির করণ।

নীর-জল; সলিল; পয়।

নিকারণ-মারণ; বধ করণ।

ন্যুব্জ-বক্র; কুব্জ; অধোমুখ।

নরান্তক-রাক্ষস; কৌনপ; যম।

নিষ্ঠুর-পুরুষ; কঠোর; নির্দ্দয়; ক্রূর।

নিষ্কাশন-দূরীকরণ; তাড়ন; বহিষ্করণ।

নেহারণ-দর্শন, অবলোকন, দেখন।

নগ্ন-নেংট; বিবস্ত্র; দিগম্বর।

নিত্য-স্থির; নিশ্চিত, সনাতন।

নিঃশেষ-সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, শেষরহিত

নিশাপাল-চৌকিদার; প্রহরী।

নিবাস-গৃহ; বসতি স্থান।

নিঃশঙ্ক-নির্ভয়; নিরাপদ।

নির্ব্বাসন-দূরীকরণ, নগরাদি হইতে বাহির করা।

নিস্তারক-ত্রাণকর্ত্তা; উদ্ধারকর্ত্তা।

নাথ-স্বামী; প্রভু; প্রতিপালক।

নরমেধ-যে যজ্ঞে মনুষ্য বধ করিয়া আহুতি দেয়।

নীরনিধি-সমুদ্র; সাগর; জলধি।

নিরস্ত-ক্ষান্ত; নিবৃত্ত; নিরাকৃত।

নামাঙ্কিত-নামচিহ্নিত ; নাম খোদিত।

নরকীলক গুরুহত্যাকারী ; গুরুঘ্ন।

নরেশ্বর-দেশাধিপতি ;

নিস্তুল-অসম ; অসদৃশ, অতুল ; তুলনারহিত।

নির্ঘোষ-নির্ঘাত ; নিঃশব্দ।

নিম্ন-অধঃ ; নীচ ; নাবাল ; গম্ভীর।

নিস্বন-শব্দ ; ধ্বনি ; নিনাদ।

নাচিকেতু অগ্নি ; অনল ; বহ্নি।

নিরাশা-আশা শূন্য ; হতাশা।

নেত্রাম্বু-অশ্রু ; চক্ষুর জল।

নিষ্প্রভ-প্রভাহীন ; দীপ্তি রহিত।

নিগ্রহ-তাড়না ; প্রহার ; ক্লেশ।

নমস-প্রণাম ; নতি।

নগ্নক-প্রতিভূ ; জামিন।

নভঃ-আকাশ ; গগন ; শ্রাবণমাস ;

নমস্য-পূজ্য ; নমস্কারের যোগ্য।

নির্ম্মল-মলরহিত ; স্বচ্ছ ; শুদ্ধ ;

নৃপতি-রাজা ; ভূপতি।

নৃপবর-শ্রেষ্ঠরাজা ; রাজাধিরাজ।

নির্ভর-অতিশয় ; অবলম্বন ; ভরসা।

নয়ন-চক্ষু ; নেত্র ; অক্ষি ; প্রাপ্তি।

নলকাল-জানু ; জঙ্ঘা ; হাঁটু।

নিধূত-নির্দ্দোষ ; দোষহীন।

নির্ণয়-নিশ্চয় ; অবধারণ।

নৈকট্য-নিকটভাব ; সামীপ্য।

নির্ব্বাণ-অস্তগমন ; অন্তর্দ্ধান ; মোক্ষ

নিধন-ধ্বংস ; নাশ ; অদর্শন।

নিরুপায়-উপায়হীন ; আশ্রয়হীন।

নিখিল-সমস্ত ; সমগ্র, সকল।

নিরাহার-অভোজন ; অনশন।

নক্ত-রাত্রি ; নিশা ; রজনী ; যামিনী

নিরস-রসহীন ; রসাভাব, শুষ্ক।

নভোমণি-সূর্য্য ; ভানু, দিবাকর।

প-রাজপুত্র; সাস্থা। পকার-পবন; পত্র।

পয়োধর মেঘ; স্তন। পরম-উৎকৃষ্ট, প্রধান, আদ্য, শ্রেষ্ঠ

পুরাতন ইতিহাস, প্রাচীন বৃত্তান্ত। পুন্য-শুভাদৃষ্ট, ধর্ম, সুকৃতি।

পণ্ড-ক্লীব, নপুংসক, নিরর্থক।

পর্যটন-সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ। প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত, নিপুণ, দক্ষ।

পূর্ব্বাপর-অগ্রপশ্চাৎ।

পর্য্যেষণা-গবেষণা; অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

প্রতিমা-প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া।

পূজারি-দেবলব্রাহ্মণ, পূজাজীবী। প্রণিপাত-প্রণাম; প্রণতি, নমস্কার।

প্রদক্ষিণ-চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, দক্ষিণাবর্ত্তে, দেবতার উদ্দেশে ভ্রমণ।

পটল-গ্রন্থ, পরিচ্ছেদ, ছাদ, বৃক্ষ।

পুরাণ-ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থ বিশেষ, প্রাচীন।

প্রায়শ্চিত্ত-পাপক্ষয়, মন্ত্রসাধন কর্ম, পাপনাশন কার্য্য।

পূত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র। পূষা-সূর্য্য, রবি, ভাস্কর।

পাদ্য-অর্ঘ-পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও পূজাত্র দ্রব্য।

পাদোদক-চরণামৃত, পদ ধৌত জল। পানীয়-পানের দ্রব্য, দ্রাক্ষারস।

পূজা অর্চ্চনা, যজন, উপাসনা।

পদার-চরণধূলা। পূজিল দেবতা, পূজ্য, মান্য।

পূত-পবিত্র, শুদ্ধ, শস্থ, পঞ্চত্ব মৃত্যু, মরণ, পাঁচের ধর্ম্ম।

পুদ্গল-আত্মা, দেহ, শরীর, সুন্দরাকার। প্রপঞ্চ বিপর্য্যাস, ভ্রম, বিস্তার; জগৎ, সংসার।

পতন-পতিত হওন, পাত, পড়ন। প্রসবন-উৎপাদন, জন্মান।
প্রোক্ত-কথিত, প্রকর্ষে, উক্ত।
প্রকীর্ত্তন-প্রস্তাবন, বর্ণন কথন। প্রভা-দীপ্তি, আলোক, প্রকাশ।
পয়োধি-সাগর, সমুদ্র, বারিনিধি।
পল্লবী বৃক্ষ, দ্রুম, তরু। পতঙ্গ-সূর্য্য, ফড়িঙ্গ, পক্ষী পারদ চন্দন।
পালক-রক্ষক, পোষক, শাসন কর্ত্তা। পর্ব্বধি-চন্দ্র, বিধু, শশাঙ্ক।
পদ্মপাণি সূর্য্য, ব্রহ্মা, পদ্মহস্ত। পুং-পুংলিঙ্গ, পুরুষ বাচক, নর।
পেশল-চারু, মনোহর, সুন্দর, নিপুণ, ধূর্ত্ত, দক্ষ।
পতি-প্রভু, স্বামী, নায়ক, অধিপতি। পত্নী-বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা, দারা।
পরাৎপর-শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর।
পুত্রী-কন্যা, দুহিতা. পুত্রবান। পূতাত্মা-পবিত্র স্বভাব, শুদ্ধ দেহ, নিষ্পাপ শরীর।
প্রসাদ-প্রসন্নতা, অনুগ্রহ, নৈর্ম্মল্য। পাদপ-বৃক্ষ, তরু, দ্রুম, গাছ।
প্রফুল্ল-বিকসিত, উৎফুল্ল, হর্ষযুক্ত।
প্রমাদ-অনবধানতা, ভ্রম। প্রকৃতি-স্ত্রী, শক্তি স্বভাব, ধর্ম্ম।
প্রজ্ঞপ্তি-সঙ্কেত, জ্ঞাত করণ। প্রাণান্ত-প্রাণাবসান, প্রাণ শেষ, মরণ।
প্রাশন-ভোজন, প্রকৃষ্ট। প্রবঞ্চক-প্রতারক, শঠ।
প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ছলনা। প্রীত-প্রীতিযুক্ত, প্রমুদিত।
প্রবীণ-পুরাতন, প্রীত, সন্তুষ্ট।

প্রয়াস-প্রযত্ন, শ্রম, ক্লেশ আয়াস।

পূর্ণ-পূরিত, ভরা, সাঙ্গ।

প্রসূত-প্রসবকরা, উৎপন্ন।

পৃদাকু-ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক,

প্রাণস্থল-অন্তর, বক্ষস্থল।

প্রৈষ্য-দাস, ভৃত্য, প্রেরণীয়।

পর্ষৎ-পরিসদ, সভা, সমাজ।

প্রমুদিত-হৃষ্ট, আহ্লাদিত, আনন্দিত।

প্রগ্রীব-অশ্বশালা, ক্ষুদ্বার।

পশি-চন্দ্র নিশাকর।

প্রাঞ্জল-সোজা, সরল, ঋজু।

প্রভূত-প্রচুর, যথেষ্ট, উন্নত।

পুলকিত-হর্ষিত, আহ্লাদিত।

প্রসূ মাতা, ঘোটকী।

পর্য্যদস্ত-একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রসূতিজ দুঃখ ক্লেশ, যাতনা।

পন্নগ-সর্প, উরগ, অহি।

প্রতিশ্রব-অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা।

প্রত্যক পশ্চিম দিক, পশ্চিমদেশ।

প্রত্যক্ষ-স্পষ্ট, সাক্ষাৎকার।

প্রত্যাদেশ দৈববাণী, নিরাকরণ।

প্রদর্শন-ঈক্ষণ, দেখন, প্রকাশন।

পতিতপাবন-পতিতেরপবিত্রকারী।

পদ্দাম-স্তব করণ, সংকীর্ত্তন।

প্রতিম-তুল্য, সদৃশ, সমান।

পল-অত্যল্পকাল, তৃণ, মাংস।

পচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র।

ন পশ্চাতে দ্রুত গমন, চিন্তন, বিবেচন।

পদ্মবন্ধু-সূর্য্য, দিবাকর; ভ্রমর।

প্রবোদ্ধা-পরিজ্ঞাপক, বোধদাতা।

প্রচ্ছনা-আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ।

প্রাসাদ-গৃহ, অট্টালিকা; রাজগৃহ, বড়গৃহ।

প্রবীণ নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, যোদ্ধা কর্তাকুশল।

পরিণয় বিবাহ দার-
পরিগ্রহ।

পানীয়-পানযোগ্য, পেয়।

পয়ঃ-জল, ক্ষীর, দুগ্ধ।

পারিষদ সভাস্থ, সভা-
সদ, সভ্য।

পাথিস-সমুদ্র, চক্ষু, জল।

পর্য্যবসান-প্রাপ্তি, শেষ, পরিণাম।

পাশ-রজ্জু, গুণ সূত্র,
দড়ী।

পশ্য-দেখ, প্রশংসা, বিস্ময়।

পৃথুল-মহৎ, বড়, বিস্তৃত।

প্রাণাকর-জীবনাকর,
বলাকর।

পদব্রজ পদ দ্বারা গমন, পায়েচলন

পল্লি-পাড়া, ক্ষুদ্রগ্রাম, কুঠী।

পর্য্যটন সর্ব্বতোভাবে
ভ্রমণ।

প্রতিশ্রব-অঙ্গিকার, স্বীকার।

পর্ব্ব-উৎসব, আনন্দ, গাঁইট।

পরমার্থ-উৎকৃষ্ট বস্তু
যথার্থ, তত্ত্ববিষয়।

পিতর-প্রস্তর, যেশুর শিষ্যমণ্ডলাধারী

পিতৃকানন-শ্মশান, সমাধি, কবর।

প্রতিনিধি-মুখোর, স-
দৃশ, তৎস্বরূপ বদলি

প্রতিশীর্ষ-প্রতিনিধি, বদলি, যামীন

পিনাক-শূল, ত্রিশূলের ন্যায় ক্রুশ।

প্রচ্ছাদন-উত্তরীয়বস্ত্র,
প্রাবার, আচ্ছাদন,

প্রবুদ্ধ-পণ্ডিত, প্রফুল্ল, চৈতন্য-
প্রাপ্ত; জাগ্রত।

পরি-সর্ব্বতোভাবে
শেষ, উপসর্গবিশেষ।

প্রাদুর্ভাব মহিমা, প্রকাশ।

প্রসহ্য-হটাৎঅকস্মাৎ, বলপূর্ব্বক।

প্রেরিত-প্রেষিত, নি-
য়োজিত।

প্রবোধ-প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চৈতন্য, বি-
নিদ্রত্ব।

পয়ান-গতি, প্রস্থান।

প্রত্যাবলোকন পুনর্ব্বার দর্শন।

পরিজ্ঞান নিশ্চয় বোধ, সর্ব্বতোভাবে অবগত।

প্রবোধ কর্ত্তা,-চেতন
কর্ত্তা, ধর্ম্মাত্মা।

প্রতিক্ষণ পৌনঃ পুন্য বারংবার
ক্ষণে ক্ষণে।

প্রত্যয়-বিশ্বাস, নিশ্চয় জ্ঞান। পদাঙ্ক-পদচিহ্ন, পায়ের দাগ।
প্রক্ষালন-ধাবন, ধৌতকরণ, মার্জ্জন
প্রত্যাগমন-ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন।
পাদবন্দন-চরণ সেবন, পদে প্রণতি করণ। ফনধর-সর্প, ভুজঙ্গ, অহি।
ফটস্ফীত-অহির মস্তক তোলন।

ফটা-ফণা, দম্ভ কিতব। ফুল্লি-বিকাশ, প্রকাশ, স্ফুটন।
ফলিত-ফলজাত বৃক্ষ, ফল বিশিষ্ট। ফন্দি-ছল, ছুতা, প্রতারণা।
ফাঁদ-ফাঁশ পাশ, জাল।
ফাঁড়া-রিষ্টি, আপদ, বিভ্রাট। ফেরব-শৃগাল, রাক্ষস, হিংস্রক
ফলদ-ফলদাতা, অভীষ্টপ্রদ, সফল
ফুল্ল-বিকশিত, পুষ্প, ফুল। ফক্কি-নির্ধন দরিদ্র, নিস্ব, তুচ্ছ।
ফর-ঢাল, ফলক, তক্তা।
ফাল-হলোপকরণ; লাঙ্গলস্থ ভুমি। ফলভুমি কর্ম্মফল ভোগ স্থান।
ফলগ্রাহক-ফলগ্রাহক; ঈশ্বর।
ফক্তি-পাপ, নিষ্ফল, বাক্য; কোপ। ফলশ্রুতি কর্ম্মফল; শ্রবণ, ফল-প্রশংসা।
ফলমুখ-শস্য, সংগ্রহকাল, ফল পাড়িবার সময়।

ব-বাহু; বরুণ; জলাধিপতি।
বকার-জলপাত্র, বায়ু, বদন-মুখ, আস্য, আনন, কথন।
বপুঃ-শরীর প্রশস্ত-আকৃতি। বেপন-কম্পন, কাপন, নড়ন।
বর্ব্বর-পামর, নীচজাতি, মূর্খ, অজ্ঞ

বুধমান-মনুষ্য, মানব মনুজ।

বপিল-তাত, জনক, পিতা, বাপ।

বায়ুকেতু ধূলি, ধুলা, পাংশু।

বিপিন-বন, কানন, অটবী অরণ্য।

ব্রজ-পন্থা, গোষ্ঠ।

বিরিঞ্চন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা।

বিভ্রৎ-ভরণপোষণ-কর্ত্তা, ধারণকারী

বিমল-নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার চারু।

বিশ্রাম-বিরাম, শ্রম শান্তি।

বিনীরতে-পাপেতে, কলুষেতে, অধর্ম্মেতে।

বাসুকি-সর্পেররাজা, অনন্ত, ফণিরাজ

বসুধা-ধরণী, পৃথিবী, পৃথ্বী।

বনান নির্ম্মান, গঠন, রচন।

বনিতা, ভার্য্যা, স্ত্রী মাত্র।

বল্গ-সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর।

বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার।

ব্রজ্যা-পর্য্যটন, ভ্রমণ, বর্গ, সমূহ।

বিশ্বস্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর,

বিহ্বল-ব্যাকুল, ভয়াদি হেতুক।

বদান্য-দাতা, দানশীল, মুক্ত হস্ত।

বিভু-প্রভু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ, দর্শন, দেখন।

বিরাম-নিবৃত্তি, বিরতি অবসান, শেষঃ বিশ্রাম, ক্ষান্তি।

বিভা-প্রভা, কিরণ প্রকাশ, শোভা, বিবাহ।

বিনীতাত্মা-নম্রমনা, শিষ্ট, সাধু।

বর্জ্জন-ত্যাগ, ছাড়ন, পরিহার।

বীজপুরুষ-আদিপুরুষ বংশের মূলব্যক্তি।

বিধি-ব্যবস্থা কাল, বিধিবাক্য, বিধাতা।

বামরোষা-রাত্রি, নিশা, রজনী।

বাগ্দত্তা-বাক্য দ্বারা সম্বন্ধস্থির, বাগ্দান।

বিনিময়-বদল, পরিবর্ত্ত, পরিদান।

বিগণ-শত্রু, রিপু, অরি, বিপক্ষ।

বধ্যয়-মার, প্রাণহত্যা, হননকরা।

বিপুল বৃহৎ, প্রকাণ্ড,

বিকীর্ণ বিক্ষিপ্ত, ছড়ান।

বল্লি-পৃথিবী, লতা।

বয়ান-ব্যাখ্যা, অর্থ, মুখ।

বিলোচন-চক্ষু, নয়ন, নেত্র।

বিভাকর-সূর্য্য, রবি, দিবাকর, মার্ত্তণ্ড,

বিশ্ব-সমুদায়, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ

বলদ-মেঘ, বারিদ, বলদাতা।

বচল-শত্রু, অরি, রিপু, দোষ।

বোধ-জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুমান।

বপুঃস্রব-শরীরস্থ রসধাতু, রক্ত।

বিষধর-সর্প, ভুজঙ্গ, সাপ।

বিগম-নাশ, অপগম, অন্তর্দ্ধান।

বাগ্দণ্ড-বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা, তাড়না।

ব্রত-শ্রুতপুন্য কর্ম্মার্থে উপবাস, ইত্যাদি কর্ম্ম।

বল্কিল-কণ্টক, কাঁটা।

বাসিষ্ট-রক্ত, রুধির, শোণিত।

বিগলিত-স্খলিত, পতিত, ক্ষরিত।

বাগ্দত্ত-বাক্য দ্বারা দান।

বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।

ব্যাপন্ন-মৃত, নষ্ট, গতাসু।

বিকলাঙ্গ-স্বভাবতঃ ন্যুনাঙ্গ, অঙ্গহীন, খঞ্জ প্রভৃতি।

বন্দন-প্রণাম, ভক্তিপূর্ব্বক স্তবকরণ

বাহন-হস্তি, অশ্ব, রথাদি, যান।

বিক্রম-সৌর্য্যাতিশয়, অতিশয়বল

বঞ্চন-প্রতারণ, ঠকান।

বারেক-একবার, এক সময়, সকৃৎ।

বিবলস-বাইবেল; ধর্ম্মপুস্তক।

বরণডালা-বরণের উপকরণ পাত্র, প্রার্থন নৈবেদ্য সমূহ।

বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ,

বিমোক্তা-ত্রাণকর্ত্তা, মোচনকারক। বিভব-ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ।

দর্শন, দেখন। ব্যাপদে-মৃত্যুতে বিপদে, আপদে। বাষ্প-চক্ষুর জল, অশ্রু, লোহ, উষ্ম।

ভ- ভকার-

ভুবনেশ্বর-জগদীশ্বর

ভোঃ-সম্বোধনার্থ, প্রশ্নার্থ, আভিমুখ্যার্থ।

ভ্রংশক-নষ্টকারী, বিচ্ছেদকারী।

ভুজঙ্গ-সর্প, অহি, লম্পট।

ভক্ত-অনুরক্ত, অনুগত, সেবক।

ভবাব্ধি-সংসাররূপসমুদ্র, ভবসাগর।

ভবান-তুমি, যুষ্মদর্থ।

ভাবিক-ভবিক, মঙ্গল, শুভ কল্যাণ।

ভা-দীপ্তি, প্রভা, কিরণ।

ভীরু-ভয়শীল, ত্রস্নু, অজা, ছায়া।

ভক্তবৎসল-ভক্তানুগ্রাহক, ভক্তের প্রতি স্নেহ।

ভগবান-প্রভু, ঈশ্বর, সূর্য্য পূজ্য।

ভরণ্যু-মিত্র, অগ্নি, ঈশ্বর, চন্দ্র।

ভু-পৃথিবী, ভূমি, যজ্ঞাগ্নি।

ভুয়োভুয়ঃ পুনঃ২ বারম্বার।

ভুয়িষ্ট-প্রচুর, অধিক, যথেষ্ট।

ভুমিবর্দ্ধন-মৃতু্য, নিধন, শব, মড়া।

ভবৎ যুষ্মদর্থ, বর্ত্তমানার্থ।

ভগ-ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কীর্ত্তি, মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সৌভাগ্য

ভবদীয়-তোমার, যুষ্মৎ সম্বন্ধীয়।

ভবন্তি-বর্ত্তমান কাল, উপস্থিতকাল

ভদ্রসমাচার-মঙ্গল সমাচার।

ভাষ-কথা, বাক্য, পদ।

ভ্রেষণ-চলন, গমন।

ভুলোকা উলুই, জলাকর।

ভবন-গৃহ, আলয়, ভাব, বাটী, উৎপত্তি হওন।

ভ্রূক্ষেপ-ঈষৎ অবলোকন।

ভূস্পৃক-মানব মনুষ্য, ভূমি স্পর্শ কারী।

ভীষণ-ঘোর, ভয়ানক।

ভদ্রনিধি-মহাদান বিশেষ।

ভরণ্ড-পতি, স্বামী, রাজা, ভূপাল।

ভদ্রাসন-নৃপাসন, সিংহাসন, বসত-বাটী।

ভূধর-পর্ব্বত, গিরি, শৈল।

ম- মকার-

মহাত্মা-উত্তমস্বভাবযুক্ত, মহাশয়।

মহি-পৃথ্বী, ধরণী।

মহাপথ-মৃত্যু, রাজবর্ত্ম, যে পথে না ফেরে।

মমতা-আত্মতুল্য স্নেহ বা অনুরাগ।

মঙ্গলকর-শুভকর, কল্যাণ দায়ক।

মহানাদ-বৃহদশব্দ, হস্তী, সিংহ উষ্ট্র শঙ্খ, কাহল। বাদ্য।

মঞ্জু-মনোজ্ঞ, সুন্দর, চারু, মনোহর।

মনোরম-মনোজ্ঞ, মনোহর সুন্দর

মেসাত্মা-প্রতিশ্রুত, ত্রাণকর্ত্তা, অভিষিক্ত।

মর্ত্তস্থ-অবনীস্থ, পৃথিবীস্থত।

মর্ম্মকীল স্বামী, প্রভু, ভর্ত্তা।

মেধ-ক্রতু, যাগ, যজ্ঞ।

মর্ত্ত-মনুষ্য, সদ্য, উপনীত, ব্রাহ্মণ

মোক্তা-মোচনকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

মরুৎপ্লব-সিংহ কেশরী মৃগেন্দ্র

মদার-শটধূর্ত্ত, শুকর, কামুক।

মধুজা-পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী।

মনোরথ-ইচ্ছা, বাঞ্ছা, মনের বাসনা

মৃত্যুঞ্জয়-মৃত্যুঞ্জয়কারী।

মনোরঞ্জক-মনের আনন্দ জনক

মর্ত্তব্য-নাশ্য, মারিবার যোগ্য।

মাহাত্ম্য-মহাত্মতা, প্রভাব, মহত্ত্ব।

মমত্ব-আত্মতুল্যস্নেহ বা অনুরাগ।

মূর্দ্ধা-মস্তক, মস্তক, শিরঃ, মাথা।

মহালোকেশ-রাজা, ভূপতি, নরেশ।

মনুজ-মনুষ্য, মানুষ, নর।

মনোহর-মনোজ্ঞ, সুন্দর, স্বর্ণ।

মেধ্য-পবিত্র, পূত, শুচি, যজ্ঞীয়।

মোদিত-হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত।

মণিমান-মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত।

মণিমন্দির-রত্নময়গৃহ, মণিমণ্ডপ।

মঙ্গলবাদ-কল্যাণ প্রার্থনা; কুশল কথন।

মন্যু-যন্ত্রণা, খেদ, তাপ, জ্বালা।

য যকার-

যাবজ্জীবন-যাবদায়ু, জীবন পর্য্যন্ত।

যাচনীয়-ভিক্ষণীয়, ভিক্ষা করিবার যোগ্য; প্রার্থনীয়।

যুগল-যোগ, যোড়া।

যজ্ঞভূমি-যাগস্থান, যজ্ঞস্থল।

যজ্বা-যষ্টা, যজমান, যাগকারী।

যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা।

যুষ্মদ-তুমি, সম্মুখস্থ-

যাত্রা-প্রস্থান, গমন, দেশভ্রমণ।

যাপন-কালক্ষেপণ, কাটান।

যাবযুক্তা-আলতামাখা, রাঙ্গাপদ।

যজ্ঞভাজন-যজ্ঞপাত্র।

যজত-পুরোহিত, ঋত্বিক।

যজন-যাগকরণ, পূজন।

যজ্ঞান্ত-যাগশেষ, যজ্ঞসাঙ্গ।

যথোচিত-যথাযোগ্য, ন্যায়মত।

যুষ্মদীয়-ভবদীয়, তোমার।

যত্রতত্র-যেখানে সেখানে, যথাতথা।

যশঃশেষ-মৃত্যু, মরণ, ধ্বংস।

র- রকার-

রৌরব ঘোর, নরক, ভয়ানক, ধূর্ত্ত।
রাশীকৃত-বহুল, পুঞ্জীকৃত।
রুহিরুহিকা-উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ভাবনা।
রোধ-অপরাধ, পাপ। রোদস-স্বর্গ, আকাশ।
রৌক্ষ্য-রুক্ষতা, রুক্ষত্ব, নিঃস্নেহতা।
রিপু শত্রু, বৈরী, বিপক্ষ।
রিশ-হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা।
রূঢ় জাত, প্রসিদ্ধ, প্রকৃতি।
রদ-দশন, দন্ত, দাঁত, খোঁড়ন।
রশ্মি-কিরণ, প্রভা, রজ্জু।
রোষ-ক্রোধ, কোপ। রুদ্ধ-আবৃত, আটক, কয়েদ।
রসনা-জিহ্বা, রসনেন্দ্রিয়।
রোম-জল, তনুরুহ, লোম।
রুদিত-ক্রন্দন, কাঁদন, বিলাপ।
রুক-বহুপ্রদ, বহুলদাতা, মহাবদান্য।
রোধ্রত-পাপে রত, রোধ্পাপ, রুলুষ, দোষ, অপরাধ।
রুন-শীঘ্রগমন, দৌড়ন।
রেতজা-বালি, বালুকা।
রথ-পদ, চরণ, দেহ, কায়, সান্দন, চক্রবিশিষ্ট, যুথাশ্বযান।
রাশীকৃত-পুঞ্জ, স্তূপ।
রিঙ্খন-স্খলন, রক্ষণ। রুচক-মিষ্টবস্তু, স্বাদু দ্রব্য।
রসন-আস্বাদন, রসগ্রহণ।
রেণু-ধূলি, পাংশু, গুঁড়া।
রুহ-আরোহণ, জাত, উৎপন্ন।
রুদ্রভূ-শ্মশান,
রক্ষিত-প্রতিপালিত, রক্ষা করা।
রুসতে-পৃথিবীতে, ধরণীতে।

ল- লকার-

লট্ট-দুর্জ্জন, দুষ্ট। লণ্ডভণ্ড-উচ্ছিন্ন, প্রচ্ছিন্ন, ব্যতিব্যস্ত

লোকান্তর-পরলোক, মৃত্যু। লোকেশ্বর-ভুবনেশ, রাজা। লোকযাত্রা-সংসারযাত্রা।

লোকাপবাদ-জনসমক্ষে নিন্দা। লজ্জাক-যেশুর শিষ্য ৪ দিনের পর তাহাকে শ্মশান হইতে উঠান

লপন মুখ, বদন, ভাষণ, কথন। লাঞ্ছিত-ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত

লোকনাথ রাজা, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু। লম্বা আঘাত, প্রহার, মারণ। লগ্নক-প্রতিভু, জামীন।

লোহ লৌহ, রক্ত, রুধির, অস্তুক। লষিত-বাঞ্ছিত, ইষ্ট, অভীষ্ট। ললিত-সুন্দর মনোজ্ঞ, কোমল, নরম

লাস-মৃতদেহ, শব। লোচন-চক্ষু, নেত্র নয়ন।

লঞ্জের-চরণের, লঞ্জ, পাদ, কচ্ছ, কাছা। লষণীয় স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়। লীঢ়ন-আস্বাদন, লীঢ়, আস্বাদিত। লেহ্য অমৃত, সুধা, লেহনীয়, চাটিবা যোগ্য।

লগাড়-চারু, মনোহর সুন্দর।

লজ্ঞন-উপবাস, অতিক্রম, লম্ফন, ডিঙ্গান।

বকার- ব্যাকুলাত্মা-শোকাভিহতচিত্ত, উদ্বিগ্নমনা উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ।

বিলোপ একেবারে লোপ, নাশ, ধ্বংস। বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার নানাবর্ণ।

বদন্য-বদান্য, বহুপ্রদ, দাতা, উদার। বনীক যাচক, প্রার্থক, ভিক্ষুক।

বয়ুন-জ্ঞান, জ্ঞাত। বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।

শান্তিত-যাহাকে শান্ত-উপশম প্রাপ্ত, শমিত, জিতে-
সান্ত্বনা করা গিয়াছে। ন্দ্রিয়, শিষ্ট।
শান্দ-শব্দ, স্পন্দ, শমক-শান্তিকারক, শান্তিকর্ত্তা।
স্পর্শজন্যবোধ। শান্তি-কামক্রোধাদির প্রশম, উপশম।

ষকার- ষটকর্ম্ম-অধ্যাপন; অধ্যয়ন; যজন, যাজ-
ষড়ঙ্গ-ছয় অঙ্গের ন; দান; প্রতিগ্রহ; এই ছয়।
অঙ্গকারী; বিষ্ণু। ষড়গ্রন্থি যজ্ঞ; ক্ষমাবান; ময়ূর।
ষড়রিপু-কাম; ক্রোধ; লোভ; মোহ; মদ; মাৎসর্য্য।
ষড়্ধা-ছয়প্রকার; ষড়বক্ত্র-কার্ত্তিকেয়; কুমার; ছয়মুণ্ড।
ষড়্বিধ। ষড়বিন্দু-বিষ্ণু; কীটভেদ।
ষড়ভুজা-দেবীবি- ষষ্ঠী-কাত্যায়নী; দেবীবিশেষ।
শেষ; খরভুজা। ষষ্ঠীকা-চামুণ্ডা; দেবীবিশেষ।
ষোডশী-যজ্ঞপাত্র- ষোড়শভুজা-ষোড়শহস্তযুক্তা; ভগবতী।
বিশেষ; দশ মহাবিদ্যাগর্ত বিদ্যাবিশেষ।
ষড়ানন-কার্ত্তিকেয়; বিড়ঙ্গ লম্পট; কামুক; ইত্যাদি।
স্কন্দ; কুমার। ষোড়শাঙ্গ-ষোলপ্রকারগন্ধদ্রব্যযুক্তধূপ।
ষোড়শোপচার-ষোল প্রকার পূজার উপকরণ।

সকার- সাকার আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিমান।
সঙ্কৎ-প্রতারক; সবিত্রী-মাতা; জননী; প্রসবকারিণী।
বঞ্চক। সদনে আলয়ে; গৃহে; গেহ।

স্বীয়-স্বকীয়; নিজ; সনাতন-নিত্য; সর্ব্বদা; ভাবী; বিষ্ণু;
আত্মসম্বন্ধীয়। শিব; ব্রহ্মা।

সিন্ধুশয়ন-প্রভু; স্বয়ম্ভু-স্বয়ং জাত; প্রজাপতি।
নারায়ণ। স্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা; প্রজাপতি।

সুরম্য-সুরমণীয়; সু ভাল; সুন্দর; শোভন।
মনোহর। সাদর-আদরযুক্ত; মান্য।

সমীক্ষণ-সম্যক প্র- স্বস্তিবচন-মঙ্গলকথন; মাঙ্গল্যকর্ম্মার ম্ভ।
কারে দর্শন। সস্ত্রীক-জায়া স্বামী উভয়।

শ্বাপদ-ব্যাঘ্রাদি; স্রংসন-অধঃপতন; চ্যুত হওন।

সম্ভাষণ-কথন; সচিব-মন্ত্রী; পরামর্শী; সহায়
আলাপন। সন্ম্যাতুর-ধার্ম্মিক; স্ত্রীর সন্তান।

সমর্দ্ধক-বরদ; বর- সার্থক ফলজনক সফল।
দাতা। সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।

সমানোদক-এ- স্বন-শব্দ; ধ্বনি।
কোদক; চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত; জ্ঞাতি।

সমুদ্ধার-সম্যক প্র- সন্তমস-চতুর্দ্দিক আচ্ছন্নকারী অন্ধকার,
কারে উদ্ধার। সর্ব্বতোব্যাপি অন্ধকার।

সূর-সূর্য্য; ভাস্কর; স্তনপান্তে-প্রায় যুবকালে।
আকন্দবৃক্ষ। সোমন্ত-যুবা; তরুণ; বলবান।

সুধী-বিদ্বান; সুধীর-অতিশয় শিষ্ট; অতি শান্ত।
পণ্ডিত; সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সিদ্ধি-নিষ্পত্তি; সহসা-হঠাৎ; অকস্মাৎ।
সুমঙ্গল; ভাঙ্গ। সত্ত্রী-গৃহপতি; সদা দান বা যজ্ঞাধিকারী

সংরূঢ় অঙ্কুরিত; সমক্ষ-চক্ষুর; সমীক।
জাত; উৎপন্ন। সঙ্ঘুষিত-সমাব; ঘোষণাশ্রয়; প্রচারিত।
সৌবস্তিক-পুরো সলিল-জল; বারি; উদক।
হিত; যাজক। সম্বোধন-অভিমুখ্যবিধান; আমন্ত্রণ।
স্তনপ-অভিশিশু, সর্ব্বসহা-পৃথিবী, ধরণী।
দুগ্ধপোষ্য। স্তেন-চোর, তস্কর।
স্রুত ক্ষরিত.চ্যুত। সঙ্কাশ-সদৃশ, তুল্য, সমান।
সমুত্থান-উর্দ্ধগ- সংজ্ঞপন-হনন, মারণ, বিজ্ঞাপন।
মন সম্যক প্রকারে উত্থান।
সানুমান-পর্ব্বত, সন্ধ্যারাগ-সিন্দুর, সন্ধ্যাকালের ন্যায় র-
গিরি, শৈল। ক্তবর্ণ।
সতীর্থ-পরস্পর- সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।
এক গুরুর শিষ্য, এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একাশ্রমী।
সম্মতল-যোড়হস্ত, স্তোত্র-স্তব, গুণগান।
যুক্তকরতলদ্বয়। সমুদ্গ-সম্পুটক, কৌটা, আচ্ছাদনে,
স্রক-মালা, হার, মাল্য। মোহর করা।
সংশ্রয়-আশ্রয়, উ- সংশয়-সন্দেহ, দ্বৈধ জ্ঞান।
পায়, গতি। সর্ব্বেশ্বর-সকলের অধিপতি, রাজাধি-
সর্ব্ববিৎ-পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। রাজ।
সর্ব্বজিৎ-বিশ্বজয়ী, সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বত্র স্থিতি, সর্ব্বগত।
সকলের জয়কর্ত্তা। সুরপুরী-স্বর্গপুরী, অমরাবতী।
সুপন্থা-সৎপথ, ধ- সোপান-সইটা, সিঁড়ি, সূচনা।
র্ম্মমার্গ। সানুকূল-সহায়, সপক্ষ, প্রসন্ন।

সেথুয়া-পথদর্শক, সঙ্গী। সাথী-সহায়, অনুচর, সঙ্গী।

স্রস্ত-চ্যুত, ক্ষরিত, বিগলিত। স্বেদ-ঘর্ম্ম, স্বেদন, ভাবরা।

সলিল-জল, উদক। সুদণ্ড-বেত্র, বেত।

স্পর্শমণি স্পর্শ-মাত্রে স্বর্ণজনক পাতরবিশেষ, পরশ পাতর। সমিক-বড়সা-শেল, শল্য।

সত্যধন ধার্ম্মিক। সত্বর-শীঘ্র দ্রুত, তূর্ণ।

সান্তর-বিরল, নির্জ্জন, অন্তরের সহিত বর্ত্তমান। সংশুদ্ধি-শরীর মার্জ্জন, সম্যক্‌শোধন।

সাশ্রুলোচন-সজল নয়ন।

স্বোবশীয়-কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ।

হ- হকার-

হতপ্রভ-প্রভাহীন, অন্ধকার। হতভাগ্য দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য, পোড়া-কপাল।

হীন-রহিত অধম, নীচ, গর্হ্য, ঊন। হর্ত্তাকর্ত্তা-সৃষ্টিস্থিতিকারক, বিধাতা।

হব্যবাহ-অনল, বহ্নি। হেডজ-ক্রোধ, কোপ, রোষ।

হ্রস্ব-খর্ব্ব, লঘু, বামন, ছোট। হেয়জ্ঞান-তুচ্ছবোধ অপকৃষ্টজ্ঞান।

হতাদর-অসম্মান, অমর্য্যাদা, অবজ্ঞাত। হ্রাস-ক্ষয়, শঙ্ক, ক্ষীণতা, ম্লানতা।

হয়শালা-অশ্বালয়, আস্তাবল। হস্তাঘাত-চাপড়, চপেটাঘাত।

হাত্র-মারণ, প্রমথন, বেতন।

হেমন্ত-হিমাগম; অগ্রহায়ণ পৌষমাস।

হিতক-শিশু, বালক।

হ্রীণীয়া-লজ্জা, ঘৃণা, ত্রপা।

হোতা-হোমকর্ত্তা।	হবাশ-অগ্নি, হুতাশন, বহ্নি।
হবন-হোম অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপ।	হনন-ঘাতন, বধ, মারণ, বলিদান।
	হুঙ্কার গর্জ্জন, গভীরধ্বনি, ভয়ঙ্করশব্দ
হবনী-হোমকুণ্ড, হোমস্থান।	হব্য-হননীয়দ্রব্য, হোমার্থ বস্তু।
	হৃদয়েশ-স্বামী, কান্ত, পুরুষ।
হৃদয়েশা-স্ত্রী, ভার্য্যা।	হৃৎকম্প হৃদয়কম্পন, বক্ষস্থলধড়্ধড়্শব্দ
হন্তা-হননকর্ত্তা, ঘাতক, বধকারক।	হৃদয়ঙ্গম মনোনীত, মনলগ্ন, চিত্তপ্রবোধক।
হোম-ঈশ্বরোদ্দেশে হবি মাংস দধি করা।	হেমমালী-রবি, সূর্য্য, ভাস্কর, দিবাকর
হরনেত্রদিনে তৃতীয় দিনে।	হর্ম্মুটবার-রবিবার, হর্ম্মুট, ভানু।
	হলা-পৃথিবী, জল।

ক্ষ- ক্ষকার-

ক্ষিতি-পৃথিবী, ক্ষয়, প্রলয়।	ক্ষেমঙ্কর-মঙ্গলকারক, শুভজনক।
	ক্ষেম-কুশল, লব্ধ, রক্ষণ।
ক্ষেত্র-ভূমি, ক্ষেত।	ক্ষত্র-শরীর, দেহ, কায়া।
ক্ষিতিকণ-ধুলি, ধুলা, পাংশু।	ক্ষিতিপাল-রাজা, পৃথিবীর ঈশ্বর।
	ক্ষোণি-পৃথিবী, ধরণী।
ক্ষতজ-রক্ত, শোণিত।	ক্ষিন্ন-দুঃখিত, ক্ষুব্ধ, খেদিত।
ক্ষুৎ-চিহ্ন, দাগ, কলঙ্ক।	ক্ষীরাদ-শিশু, বালক।
	ক্ষ্মাতল-ধরাতল, ভূতল, পৃথিবীতল।

ক্ষেপক-যোদ্ধা, বীর, লড়াক। ক্ষিপ্র-শীঘ্র, দ্রুত, ত্বরায়।

ক্ষালন-প্রক্ষালন, ধৌতকরণ।

ক্ষণার্দ্ধ-অত্যল্পক্ষণ, অল্পসময়। ক্ষেপণ-যাপন, কালহরণ, ফেলন।

ক্ষোভ-মনস্তাপ, দুঃখ, সঞ্চলন।

ক্ষুব্ধ-ক্ষোভবিশিষ্ট, কাতর, ক্ষুণ্ণ, বিমর্ষ। ক্ষমাবান-ক্ষান্তিযুক্ত, ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু।

ব্যঞ্জনের ঊনত্রিংশৎ বর্ণ, অন্তস্থ বর্ণের চতুর্থ বর্ণ, এবং ত্রয়োবিংশৎ বর্ণ তুল্যার্থ বকার।

প্রার্থনা।

পরামনন কর কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট। এই জগতে আমরা কিছুই আনি নাই এবং কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না। অতএব তুমি কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও। যদি বল পাপ নাই তবে ভ্রান্তিতে আছ সদোষ স্বীকার কর ক্ষমা পাবে। যে ডালে অধিক ফল ধরে সেই ডাল নত হয় যে মাটিতে জন্মিয়াছ সেই মাটির উপর তুমি তবে নম্র হও মানুষের উপর প্রত্যাশা করিও না। অধ্যক্ষদের শরণাগত না হইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর। মানুষকে লজ্জা কর, ঈশ্বরকে ভয় কর। আপনার পরীক্ষা কর। নিজ মনকে জিজ্ঞাসা কর, হে মনঃ আমি কেমন লোক। পরের গুহ্য প্রচার করিও না। সত্য বাক্য নির্ভয়ে বলিবা। হঠাৎ উৎকট বাক্য প্রচার করিও না।

পরদুঃখে দুঃখি ও পরসুখে সুখি হও। তুমি যে কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্ন পূর্ব্বক কর, কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পিতৃকাননে কোন কার্য্য, কি উপায়, কি বুদ্ধি, কি জ্ঞান, কিছু নাই। তোমরা আপনাদের আপনি নও। যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে, আর শরীরাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মা দ্বারা যদি শারীরিক কর্ম্ম ব্যাপাদান কর, তবে বাঁচিবা, এই জন্যে তোমাদিগকে বলি প্রার্থনার সময়ে যাহা যাহা যাচ্ঞা কর তাহা পাইবা এমত বিশ্বাস করিও তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত কর।

হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর আমি প্রার্থনা করিলে আমাকে উত্তর দেও, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা শুন। হে প্রভো! তোমার আবাসে কে প্রবাস করিবে, যে জন সরলাচরণ ও

ধর্ম্মকর্ম্ম করে ও মনের সহিত সত্য কথা কহে, এবং জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করেনা সেই জন। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার নিবাস মন্দিরকে ও তোমার মহিমার বসতি স্থানকে, প্রেম করি, পরমেশ্বর আমায় বল ও ঢাল স্বরূপ আমার মন তাঁহাতে নির্ভর করাতে আমি উপকার পাই আমি তোমার শরণাগত, অতএব আমাকে কখন লজ্জিত হইতে দিও না তুমিই আমার পর্ব্বত ও দুর্গস্বরূপ, শোকেতে আমার জীবৎকালও দেখতে আমার বয়স গেল, অপরাধ দ্বারা আমার বলক্ষীণ ও অস্থি সকল বিশীর্ণ হইল, আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও পাপের নিমিত্তে মনস্তাপ করিতেছি।

হে আমার মনঃ কেন শোকার্ত্ত হও! ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, তিনি মঙ্গল দাতা ও পুরুষানুক্রমে আমার আশ্রয় স্থান আমি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি আমার উপকার কোথা হইতে হইবে। যিনি স্বর্গমর্ত্তের সৃষ্টি কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর হইতে আমার উপকার হয়। তিনি তোমার চরণকে, বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষাকারী নিদ্রা যাইবেন না।

হে ইস্রায়েলের রক্ষাকারী কখন নিদ্রা কি তন্দ্রা
যান না। পরমেশ্বর তোমার রক্ষা কর্ত্তা, ও পর-
মেশ্বর তোমার দক্ষিন দিক স্থিত ছায়াস্বরূপ।
দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত
করিবে না। পরমেশ্বর তোমাকে সমস্ত আপদ
হইতে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা
করিবেন পরমেশ্বর অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত
তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করি
বেন আমি তোমারই তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর
আমি দ্বিমনা লোককে ঘৃণা করি তোমার প্রমাণ
বাক্য আশ্চর্য্য এই জন্যে আমার মন তাহা পালন
করে, তোমার বাক্যের উদয় দীপ্তি প্রদান করে ও
অবোধের বোধ জন্মায়।

হে প্রভো! আমার রব শুন, আমার বিনতি
বাক্য তোমার কর্ণগোচর হউক। আমার চক্ষু তো-
মার প্রতি আছে, আমি তোমার শরণাগত আমার
প্রাণকে ফেলিয়া দিওনা, তোমার প্রচুর কৃপানু-
সারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি
নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি. আমার পাপ স-
র্ব্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। আমি তোমার

বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি, দেখ অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপেতে মাতার গর্ভে ধারণ করিয়াছে আমাকে প্রক্ষালন কর, তোমার সম্মুখ হইতে দূর করিওনা তোমার উদার আত্মার দ্বারা আমাকে ধারণ কর। হে প্রভু আমার ওষ্ঠাধরকে মুক্ত কর তাহাতে আমার মুখ, তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিবে। তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না নতুবা তাহা দিতাম এবং হোমেতেও তোমার সন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্য যাগ ভগ্ন আত্মা। হে ঈশ্বর তুমি ভগ্ন ও চুর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না। হে পরমেশ্বর আমি তোমার নামের প্রশংসা করিব কেননা সে উত্তম। সেই নাম আমাকে তাবৎ বিপদ হইতে রক্ষা কর।

হে আমার মনঃ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর হে আমর অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ কর। হে আমারমন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর ও তাঁহার সকল দান বিস্মৃত হইও না, তিনি তোমার তাবৎ পাপ মার্জ্জনা করেন ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন এবং বিনাশ হইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন এবং স্নেহ ও দয়া-

রূপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন এবং উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখকে তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার নূতন যৌবন হয়

ঈশ্বরকে জানা কর্ত্তব্য।

তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে আপনাকে জ্ঞাত করিয়া শান্ত হও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়।

বস্তুতঃ দেবতা কিছু নাই, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহা আমরা জানি।

সৃষ্টিকর্ত্তাই ঈশ্বর।

যাঁহা হইতে তাবৎ বস্তু ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাস্বরূপ আমাদের অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।

নম্র লোকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি।

পরমেশ্বর কহেন, যে জন নম্র ও ক্ষুণ্ণমনাঃ ও আমার কথাতে কম্পিত এমত লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

সত্যভজনা ।

ঈশ্বর আত্মা হই, আর তাঁহার ভজনা করিতে গণ আত্মা দিয়া সত্যেতে ভজনা করিতে হয় ।

ঈশ্বর অতুল্য ।

হে ঈশ্বর দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও ভয়ানক, প্রশংসনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে ।

প্রত্যয় বিনা আরাধনা নিষ্ফল ।

প্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা অসাধ্য; যে বর্ত্তমান ও আপনার অন্বেষণকারিগণের পুরস্কারদাতা এমত প্রত্যয় করা ঈশ্বরের শরণাগত লোকের কর্ত্তব্য ।

ঈশ্বরাশ্রিত লোক সুরক্ষিত হয় ।

যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত তাহাদের চতুর্দ্দিগে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে ।

নরের প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত ।

যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি," এমত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী, কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে

তাঁহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যাঁহাকে দেখে নাই এমত ঈশ্বরকে কিপ্রকারে প্রেম করিতেপারে।

ভ্রাতার প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত।

আপনি সাংসারিক ধনবান হইলেও যদি কে আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া বোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে?

সন্তানের পিতৃ আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত।

হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতৃমাতার আজ্ঞা পালন কর, কেননা এই কর্ম্ম প্রভু সন্তোষজনক হয়।

সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যাচরণ।

হে পিতা সকল, তোমরা আপনং সন্তানদিগকে প্রতিপালন কর।

ধার্ম্মিকের প্রতি ঈশ্বর অনুকূল।

ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও তাহাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; কিন্তু দুষ্কর্ম্মিদের প্রতি পরমেশ্বর বিমুখআছেন।

সমাপ্ত।